ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 April 2022 ■ আগরতলা ২২ এপ্রিল, ২০২২ ইং ■ ৮ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরাচরিত প্রথায় আগরতলায় গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

দেশে সংক্রমণ ও মৃত্যু ঊর্ধ্বমুখী ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা

৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের জরুরি প্রয়োজনে প্রতিষেধকের ছাড়পত্র মিলল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.)।। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আগের দিনের তুলনায় ভারতে অনেকটাই বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা, বেড়েছে মৃত্যুও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৩৮০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৫৬ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৫৩ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৩,৪৩৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,০৯৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৮৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৭,০৭,০৮,১১১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২২,০৬২ জন (১.২১ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২৩১ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৫,১৪,৪৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ।

এদিকে, পাঁচ থেকে ১২ বছরের শিশুদের জরুরি প্রয়োজনে করোনার প্রতিষধক দেওয়ার ছাড়পত্র মিলল। ভারতের ওষুধ নিয়ামক সংস্থার (ডিসিজিআই) বিশেষজ্ঞদের প্যানেল এর জন্য বায়োলজিক্যাল ই সংস্থার তৈরি কোরবেভ্যাক্স প্রতিষেধকটির ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

বায়োলজিক্যাল ই সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার পর ডিসিজিআই ওই অনুমতি দিয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দুই দিনেও স্বাভাবিক হয়নি সাব্রুমে, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২১ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। দুইদিন পরও হাল ফিরেনি সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপাড়ায়। তাতে, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করেন।

জানা গেছে, বুধবার সকালে কালবৈশাখীর ঝড়ে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপাড়ায় গাছ ভেঙ্গে পরে বিদ্যুতের তার ছিড়ে যায়। ফলে, সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অভিযোগ, গতকাল গাছ ভেঙ্গে পরে তার ছিড়েছে, কিন্ত ২৪ ঘন্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়নি। স্থানীয় জনগণ বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ে গিয়েও সুরাহা হয়নি। ফলে, এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ হয়নি এবং মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, গতকাল থেকে বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্ত, নিগমের তরফে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই, বাধ্য হয়ে আজ দুপুর তিনটার পর স্থানীয় মানুষ রাস্তা অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং নিত্যযাত্রীরা দুর্ভোগের স্বীকার হন।অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা ছুটে গেছেন। বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকও অবরোধ স্থলে গেছেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা শীঘ্রই স্বাভাবিক করা হবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে। জানা গেছে, যুদ্ধকালীন ততরতায় গাছ কেটে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে।

আমতলীতে ব্রাউন সুগার সহ আটক নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আমতলী থানার পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিযান চালিয়ে এক ব্রাউন সুগার কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক নেশা কারবারীর নাম সুবীর সাহা।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাসগুপ্ত জানিয়েছেন, তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল একটি গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাসগুপ্তার নেতৃত্বে আমতলী থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে আমতলীর হঠাৎ বাজার এলাকায় গাড়িটি আটক করে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সুবীর সাহাকেও গাড়ি থেকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে এক প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার এর বাজার মূল্য ৪৭ হাজার পাঁচশত টাকা।

ব্রাউন সুগার সহ আটক সমীর সাহার বাড়ি বিশালগড় নেতাজি নগর এলাকায়। তার স্বীকারোক্তি মূলে তাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। বিশালগড় থানার সহযোগিতা নিয়ে আমতলী থানার পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরো দুই প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সুবীর সাহাকে আটক করার পাশাপাশি তার কাছ থেকে নগদ টাকা একটি মোবাইল ফোন এবং তার ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনা উদয়পুর এগ্রিকালচার চৌমুনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। তাঁর নাম কেশব চক্রবর্তী(৬৫)। তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রতিদিনকার মত গোমতী নদীতে স্নান করতে যান কেশব চক্রবর্তী। কিন্তু হঠাৎ এই নদীর পাড়ে দাঁড়ানো অন্যান্যরা দেখতে পান তিনি নদীর জলে তলিয়ে যাচ্ছেন। একটি নৌকায় উপস্থিত কয়েকজন জেলে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়েও ব্যর্থ হন পরে উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, জেলে এবং স্থানীয়রা নদীতে জাল ফেলে কেশব চক্রবর্তীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসেন। ছুটে আসে এনডিআরএফ টিম। তাঁরা সম্মিলিতভাবে নদীতে নেমে উদ্ধার কাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির শাসনে ত্রিপুরায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়, কমিশনে নালিশ জানাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লী, ২১ এপ্রিল।। বিজেপির শাসনে ত্রিপুরায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনে আজ কংগ্রেস এই নালিশ জানিয়েছে। কমিশন কংগ্রেসের সমস্ত অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসির পর্যবেক্ষক ডা: অজয় কুমার। আজ তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মণ সহ দলীয় নেতাদের সাথে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করে ত্রিপুরা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ অবগত করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে ডা: অজয় কুমার বলেন, ত্রিপুরায় অরাজকতা শুরু হয়েছে। বিজেপির শাসনে পুর ও নগর নির্বাচনে বিরোধীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। তিনি বলেন, বিরোধীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। সম্প্রতি সুদীপ রায় বর্মণ, বীরজিত সিনহা সহ বহু কংগ্রেস নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। থানার সামনে কংগ্রেস ভবনে বিজেপি আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা হামলা চালিয়েছে। সমস্ত বিষয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবগত করেছি, বলেন তিনি।

অজয় কুমারের দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বলেছি ত্রিপুরায় নিরপেক্ষ নির্বাচন রীতিমত চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বাইক বাহিনী সারা ত্রিপুরায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাই, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কমিশনকেই গ্রহণ করতে হবে।তিনি বলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সমস্ত অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে ত্রিপুরায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হবে।

আমবাসা রেল স্টেশনে দুই মহিলার ব্যাগ ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আমবাসা রেলস্টেশন থেকে দুই মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ছিনতাইবাজরা। জানা গেছে, আমবাসা রেল স্টেশনে অবস্থানরত দুই মহিলার কাছ থেকে দুটি ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। ওই দুই মহিলার ব্যাগে নগদ টাকা এবং সোনা গয়না ছিল বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে জিআরপি এবং আমবাসা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন সংশ্লিষ্ট মহিলারা। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই জিআরপি এবং আমবাসা থানার পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তবে সংবাদ লেখা সময় পর্যন্ত ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া উদ্ধার কিংবা ছিনতাইকারীদের জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। আমবাসা রেল স্টেশন থেকে দুই মহিলার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য যাত্রী সাধারণের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাধারণ মানুষের তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, আমবাসা স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরেই ছিনতাইবাজদের একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। এর আগেও কয়েকবার যাত্রীদের ব্যাগ ছিনতাই করা হয়েছে। মূলতঃ বহিঃরাজ্য থেকে ট্রেনে করে ওই ছিনতাইবাজরা এখানে আসে এবং ছিনতাইয়ের পর ট্রেনে করে পালিয়ে যায়।

মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে গড়িয়া পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। করোনার প্রকোপ কাটিয়ে এবার মহা ধুমধামে ত্রিপুরা রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে হিন্দু জনজাতিভুক্তদের অন্যতম প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজা। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে গড়িয়া পূজা উপলক্ষে সরকারী ছুটি দুইদিন পালিত হচ্ছে। গড়িয়া পূজায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দাবি, জনজাতিদের নিয়ে ত্রিপুরা সরকার ভীষণ আন্তরিক।

সর্বশক্তিমান বাবা গড়িয়া দেবতার পুজো কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। এই পূজার রীতিনীতি অন্য সকল পূজা থেকে আলাদা বলে দাবি জনজাতি অংশের মানুষের। বাঁশ দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির রেল প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল ধনভি আজ রাজ্য অতিথিশালায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও এর নির্মাণ শাখার আধিকারিকদের সাথে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রেল প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত হবে।

রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে আয়োজিত পর্যালোচনা সভার পর সংবাদ মাধ্যমকে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল ধনভি। পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অংশুল গুপ্তা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার জে এস লত্রু, কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী পিএস এস কে যাদব, রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, উপসচিব মৈত্রেয়ী দেবনাথ সহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ আধিকারিক সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকগণ। সংবাদ মাধ্যমকে কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, পর্যালোচনা বৈঠকে রেল দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের কাছ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও পোস্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারে আগুন, আতংক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ফের অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক রাজধানীবাসীর মধ্যে। বৃহস্পতিবার ফের পোস্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যায়। তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচলতি সাধারণ মানুষ। খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তবে এই ঘটনা নতুন নয়। ইতিপূর্বেও এই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগেছে। একইভাবে ব্যবসায়ীদের চোখে বিষয়টি পড়লে দমকল কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসেন এবং আগুন নিভিয়ে চলে যান। কিন্তু এলাকার ব্যাবসায়িক মহল থেকে ট্রান্সফরমারটি সারাইয়ের দাবি উঠলেও কোন সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এলাকার ব্যবসায়ীরা জানান, বিদ্যুৎ নিগমে বিষয়টি জানানো হলেও তারা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন ব্যবসায়ীরা।

দিনের আলোয় আগুন লাগার ফলে ব্যবসায়ীদের নজরে বিষয়টি আসে। তারা তড়িঘড়ি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু গভীর রাতে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীক মহল। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের দায়সারা মনোভাবে ক্ষোভ ব্যাবসায়িক মহলে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা১৯৪ ◻ ২২ এপ্রিল ২০২২ ইং ◻৮ বৈশাখ ◻শুক্রবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

যে নালে উৎপত্তি সেই নালেই নিষ্পত্তি

পরিবর্তনের স্লোগান তুলিয়া ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন ইমরান আহমেদ খান নিয়াজি। বলিয়াছিলেন, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করিবেন। ভাঙিয়া পড়া অর্থনীতিকে টানিয়া তুলিবেন। ক্ষমতায় আসিয়া যেসব পদক্ষেপ নিয়াছিলেন, সবই ছিল 'গিমিক পলিটিক্স'। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে বাঁচাইতে সৌদি আরব ও চীনের দ্বারস্থ হইতে হয় তাঁহাকে। ক্ষমতার 'ইয়র্কার' সামলাতে পারেননি ইমরান।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কাহার বলে 'বোল্ড' হইলেন ইমরান? প্রকাশ্যে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা হইল বিরোধী দল এক জোট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়াছে। ৩৪২ আসনের জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব পাসের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৭২ ভোট। তিনি হারিয়া যান ১৭৪-০ ভোটে। কিন্তু এই দৃশ্যের বাইরেও অনেক খেলোয়াড় রহিয়াছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পালাবদলে আদালতকে অতীতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে দেখা গিয়াছে। নওয়াজ শরিফ সহ একাধিক প্রধানমন্ত্রীকে এই পাক আদালতই গদি থেকে টানিয়া নামাইয়াছে। এবারও পাকিস্তানের গণপরিষদ ভাঙিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে যে মামলা হইয়াছিল, হাইকোর্ট তাহাকে অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ উল্টাইয়া দিয়া গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তকেই অনুমোদন করিয়াছিল। এর অর্থ, পাক জনগণকে আবার ভোটের মুখে না ফেলিয়া, ইমরানকে অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেওয়া। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুসলিম লিগ নওয়াজ ও পিপলস পার্টির মধ্যে লড়াই ইমরানের ভাগ্য যেমন খুলিয়া দিয়াছিল, তেমনই এই দুই দলের সাম্প্রতিক ঐক্য ও সমঝোতা তাঁহার বিপর্যয় ডাকিয়া আনে।

২০১৮ সালের নির্বাচনে ইমরান খানের ক্ষমতায় আসার পিছনে পাক সেনাবাহিনীর সমর্থন ও ভূমিকা নিয়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। আড়াই বছরের মধ্যে সেই ইমরান কেন সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হইলেন, সেটাও আলোচনার বিষয়। পাকিস্তানের সেনা নেতৃত্ব কখনওই চায় না, রাজনৈতিক সরকার শক্তিশালী হোক। এটা ইমরানের অজানা নয়। তাই পাকিস্তানে 'রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র' বলিয়া পরিচিত আইএসআই-এর প্রধান পদে তাঁহির ঘনিষ্ঠ ফাইজ হামিদকে বহাল রাখিতে চেয়েছিলেন ইমরান। ইচ্ছে ছিল, এই আইএসআই প্রধানই পাকিস্তানের পরবর্তী সেনাপ্রধান হইবেন। কিন্তু বর্তমান সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া তাহাতে রাজি হননি। পরে সেনাপ্রধানের মনোনীত নাদিম আঞ্জুমকেই আইএসআই-এর প্রধান পদে নিয়োগ করায়, সেনা নেতৃত্বের সঙ্গে ইমরানের লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেই দ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, ইমরান যখন 'আমেরিকা-বিরোধী' মন্তব্য করিয়াছেন, সেনাপ্রধান তখন আমেরিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু বলিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছেন। শেষ মুহূর্তে ইমরান সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজের কুর্সি রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব আনার পরই ইমরান খান এর পিছনে বিদেশি শক্তির হাত রহিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, বিদেশি অর্থে পাকিস্তানে সরকার ফেলিবার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। কারণ, তাঁহার সরকার পাকিস্তানকে স্বাধীন বিদেশনীতির পথে নিয়া যাইতেছে। যাহা পছন্দ নয়'বিদেশি' শক্তির। প্রথমে তিনি সেই শক্তির নাম না বলিলেও পরে সরাসরি আমেরিকাকেই দায়ী করেন। 'অবাধ্য' ইমরানের অভিযোগ, আমেরিকা তাঁহাকে সরিয়ে পাকিস্তানে পুতুল সরকার বসাইতে চায়। তিনি নাকি আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ খানকে হুমকি দিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ। যদিও ওয়াশিংটন জানাইয়া দেয়, তাহারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেনি। পাকিস্তানের জনগণই সিদ্ধান্ত নিবে, সেখানে কী ধরনের সরকার আসিবে।

জাহাঙ্গীরপুরীতে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে উচ্ছেদ অভিযানের নিন্দা জানিয়ে ভারতীয় যুব কংগ্রেস বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এর আগে, ১৬ এপ্রিল একটি ধর্মীয় মিছিলের সময় দুই সম্প্রদায়ের হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উচ্ছেদ অভিযানে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় অবৈধ নির্মাণ অপসারণ করা হয়েছিল। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট ধ্বংস অভিযানে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

বিলাসীপাড়ায় লোমহর্ষক রুনঝুন হত্যাকাণ্ডের ছয় অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বিলাসীপাড়া (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রায় আট বছর আগে বিলাসীপাড়ায় সংগঠিত রুনঝুন হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে জেলা অতিরিক্ত দায়রা আদালত। লোমহর্ষক রুনঝুন হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছয় অভিযুক্ত যথাক্রমে আমির আলি, বদিয়ার জামাল, আব্দুল আওয়াল, শাহ জামাল শেখ, জয়নাল আবেদিন এবং সুরমান আলিকে বেশ কয়েকটি ধারার অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন বিচারপতি।

২০১৩ সালের ১৬ আগস্ট। বিলাসীপাড়ার খেরডুবিতে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল শ্রীগ্রামের রুনঝুনকে। এর পর নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। টানা সাত বছর আট মাস ধরে চলে মামলার শুনানি। অবশেষে আজ এই ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঐতিহাসিক রায়দান করেছেন জেলা অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারপতি।

মসজিদে প্রার্থনা চলাকালীন বিস্ফোরণ আফগানিস্তানে, বহু প্রাণহানির আশঙ্কা

কাবুল, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : রমজান মাসেও রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের মাটি ।মসজিদে প্রার্থনা চলাকালীন একাধিক বিস্ফোরণ প্রাণ কেড়ে নিল বহু মানুষের। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তালিবান জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের বিস্ফোরণে অন্তত ২০ জন হতাহত হয়েছেন।

উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-এ-শরিফ শহরের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী এক মহিলা জানিয়েছেন, বোনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মসজিদের কাছে মার্কেটে কেনাকাটা করছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান। কিছুক্ষণ পর দেখেন গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। বিস্ফোরণ হয়েছে বুঝতে পেরে দোকান বাজার বন্ধ করে ছুটে পালাতে থাকেন সবাই। বিস্ফোরণের জেরে মসজিদ এবং আশেপাশের দোকান ঘরগুলিরও ক্ষতি হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গি সংগঠন আইএস-এর আফগান শাখা 'ইসলামিক স্টেট খোরাসান' (আইএসকে) ইতিমধ্যেই তালিবান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। শিয়া ধর্মস্থানগুলিতে হামলার নেপথ্যেও আইএসকে জঙ্গিগোষ্ঠী রয়েছে বলে তালিবান শাসকদের অভিযোগ।

পারমাণবিক শক্তির চাহিদা বাড়ছে

কৌশিক রায়

বর্তমানে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন রাষ্ট্রের চেরনোবিল, জাপানের ফুকুশিমা আর থ্রি মাইল থাইল্যান্ড দ্বীপে নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক শক্তিচালিত রিঅ্যাক্টরগুলির গোলযোগের মারাত্মক হারে তেজস্ক্রিয় বিপর্যয় ঘটেছে। সুতরাং, পারমাণবিক শক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর কিনা, সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। তবে, অনেক বিজ্ঞানীই দেখিয়েছেন, আগামী বিশ্বে শক্তি প্রবাহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম ভূমিকা নেবে এই পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যাটারিগুলি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে যাদেরকে বলা হয় রেডিও আইসোটোপ থার্মো ইলেকট্রিক জেনারেটর (আরটিজিএস), সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে শক্তিক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আশা করছেন---এই ধরনের ব্যাটারির সাহায্যে চালিত নভোযান, চাঁদ এবং মঙ্গলগ্রহ পেরিয়ে সৌরজগতের শেষ সীমাতে পৌঁছতে পারবে।

মহাকাশের পরিবেশের তাপমাত্রা, হিমাঙ্কের অনেক নীচে। সেক্ষেত্রে মহাকাশযানকে তাপ সরবরাহ করতে পারে এই নিউক্রিয়ার ব্যাটারি। এই ব্যাটারি লাগালে মহাকাশযানের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলিও ঠিক থাকে। ১৯৬১ সালে মার্কিন দেশের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ 'ট্রানসিট ফোর'-র পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যাটারি লাগানো হয়। এ পর্যন্ত মার্কিন দেশের মহাকাশ অভিযান পারমাণবিক ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়েছে। রাশিয়াও এই ব্যাটারি তৈরিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। ২০১৩ সালে চাঁদের মাটিতে, পারমাণবিক শক্তিকোষ চালিত চিনের রোবট---'চ্যাং ই থ্রি' অবতরণ করে। ২০২১ সালে মঙ্গলগ্রহের মাটি স্পর্শ করা, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'র তৈরি 'পারসিভিয়ারেন্স' নামক রোভার গোত্রের মহাকাশ ঘানটিতেও পারমাণবিক ব্যাটারি ছিল

সম্প্রতি জানা গেছে, মহাকাশ অভিযানে ইচ্ছুক দেশগুলি আরও বেশি করে পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যাটারি তৈরি করার দিকে প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করতে চাইছে। মার্কিন যুক্তরষ্ট্র এবং মহাচিন প্রস্তাব দিয়েছে, চাঁদের মাটিতে একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরি করা

হোক। এর ফলে চাঁদের মাটিতে ভবিষ্যতে কাজ করতে নামা মহাকাশচীরদের বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটবে। এর জন্য নাসা থেকে বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে নিউক্লিয়ার ব্যাটারি ব্যাটারি এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য বরাত দিতে বলা হয়েছে। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইএসএ) থেকেও জানানো হয়েছে, বাড়ি বাড়ি পারমাণবিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে ১০ কিলোওয়াট শক্তির প্রয়োজন হয়, সেই তাপশক্তিকে তৈরি করার জন্য একটি পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রও গড়ে তোলা হবে। এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য চিনও একটি পারমাণবিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছে।

ভারত অবশ্য পারমাণবিক শক্তিকোষ তৈরি করার ক্ষেত্রে ততটা উদ্যোগ চোখে পড়েনি। তবে, সম্প্রতি ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) থেকে কয়েকটি কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হয়েছে ---১০০ ওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। এর আগে সৌরকোষ বা সোলার প্যানেল এবং লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সাহায্যেই ভারত, চন্দ্রায়ন এবং মঙ্গলায়নের মতো মহাকাশ অভিযানগুলি চালিয়েছে তবে, সূর্যের পর্যাপ্ত আলো না পেলে সোনার প্যানেলগুলি পুরোপুরি কাজ করতে পারে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সৌরশক্তি চালিত ফিলিল্যান্ডার নামক স্বয়ংচালিত মহাকাশযানটি ২০১৪ সালে চুরিয়ুমোড--- গেরাসিমেস্কা। ধূমকেতুর অন্ধকার অংশে নেমে পড়ে। এর ফলে যানটির সোলার প্যানেল অকেজো হয়ে যায়। যানটি তখন আর ধূমকেতু সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাঠাতে পারেনি। পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যাটারিগুলিকে রিচার্জ করার কোনও দরকার নেই। এর ফলে অনেকটাই শক্তির সাশ্রয় হয়। ১৯৭৭ সালে নাসা, অন্যান্য সৌরজগৎক দেখার জন্য ভয়েজার -১ ও ভয়েজার-২ নাম দু'টি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। সেই মহাকাশযানগুলিও ছিল পারমাণবিক শক্তিচালিত বর্তমানে মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলি উন্নততর মানের---এইট্‌থ্‌ জেনারেশন পারমাণবিক ব্যাটারি ব্যবহার করছে। এই ব্যাটারির নাম দেওয়া হয়েছে মাল্টি-মিশন রেডিয়ো আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর (এমএমআরটিজি)। এই যন্ত্রটি থেকে ১১০ ওয়াটের মতো বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বালাতেও এই পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে, এই ধরনের পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যাটারি ব্যবহার করার ঝুঁকি আছে। এই ধরনের ব্যাটারিযুক্ত মার্কিন নেভিগেশন স্যাটেলাইট 'ট্রান্‌সিট-৫ বিএন-৩' মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তর দিকে উৎক্ষেপিত হতে গিয়ে পুড়ে যায়। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকে দক্ষিণ গোপার্ধে ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম-২৩৮' মৌলটির গুঁড়ো। তাই, বর্তমানে মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলি থেকে, পারমাণবিক ব্যাটারিগুলিকে তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধী, মজবুত সুরক্ষা আববণীর মধ্যে রাখা হচ্ছে। ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে নাসা থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল মঙ্গল গ্রহে যাতে পারমাণবিক শক্তিকে উৎপন্ন করা যায়।

এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় ইউরোনিয়াম ধাতুর বিভাজন বা ফিশন ঘাটিয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। সেই তাপ আবার তরল হাইড্রোজেন জ্বালানিকে গ্যাস পরিণত করে রকেটের নির্গমণ মুখ নজ্‌স্‌-এর মধ্যে পাঠায়। সেই গ্যাসের চাপেই ওপরে ওঠে রকেট। এর আগে রকেটকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করার জন্য কেরোসিন, অ্যালকোহল হাইড্রোজাইন-এর মতো জ্বালানিও ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানানো হয়েছে—রকেটে মিশ্র জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তিকোষের সাথে রাসায়নিক জ্বালানিও রকেটে ব্যবহৃত হবে। তবে, হাইড্রোজাইনের থেকে পারমাণবিক জ্বালানির শক্তির ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ লক্ষ গুণ বেশি। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করলে মহাকাশ যাত্রার সময়, অনেকটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। সাধারণ জ্বালানি ব্যবহার করলে মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান যেতে সময়লাগবে তিন বছর। আর, পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করলে সেই সময়টা লাগবে ২ বছর। এর ফলে মহাকাশচারীদের শরীরের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না মহাজাগতিক বিকিরণ। তবে, এখনও পুরোপুরি পারমাণবিক শক্তিচালিত মহাকাশযান তৈরি করার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্মীয় অজুহাতে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষেরই শিক্ষাঙ্গণ থেকে দূর সরে যাওয়া ঠিক নয়

বরুণ দাস

হিজাব-বিতর্ক নিয়ে গোটা দেশ বেশ উত্তাল। একদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থী মানুষেরা যেমন হিজাব পারার সপক্ষে অতিসয় সরব, ঠিক তেমনই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কিছু অতি-প্রগতিশীল মানুষও এর সপক্ষে দুই বাহু তুলে নিত্য শুরু করেছেন। এদেশে যেন হিজাব ছাড়া কোনও সমস্যাই নেই। তাঁই হিজাবের লেজ ধরে তাদের বেঁচেবর্তে থাকা চাড়া গত্যন্তর নেই। হিজাব পরার সঙ্গে গোটা সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ নিশে আছে। অন্য সবকিছুর শেষ থাকলেও একমাত্র ভণ্ডামিরই বোধহয় কোনও শেষ নেই।

সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যেসব বৃহত্তর সসম্যা জড়িয়ে আছে, সেদিকে কারও খেয়াল নেই। খেয়াল কেবলঠুনকো বিষয়গুলির দিকে। যার সঙ্গে আম-জনতার তেমন একটা সম্পৃক্ততা নেই। অর্থাৎ নন ইস্যুকে ইস্যু করে তোলার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা। মানুষকে তার দৈনন্দিন সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। সরকারের এই পরিকল্পিত ফাঁদেই আমরা পা দিয়ে বসে আছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থী মানুষের সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কিছু অতি-প্রগতিশীল মানুষও একই পথে হাঁটলেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থী মানুষের কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কিছু অতি প্রগতিশীল মানুষের আচার-আচরণই আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন জাগে, এরা কি আসলে 'রুদালি'র মতোই ভাড়াটে সম্প্রদায়? যারা অন্তর্গত বিবেকবোধ থেকে নয়, অন্য কারও অঙ্গুলি হেলনে পথ চলতে পছন্দ করেন। সমাজে এরাই আজ 'বিশিষ্টজন' হিসেবে পরিচিত। কেউ কেউ আবার যাদের 'বুদ্ধিজীবী' হিসেবেও আখ্যা দেন। এরা হিসেব কষে পা ফেলেন। পাওয়া আর-না-পাওয়ার কথা মাথায় রাখেন। আজকের 'বিশিষ্টজন' বা 'বুদ্ধিজীবী'দের এমন ন্যক্করজনক ভূমিকা দেখে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত। পরিবর্তনের বাজারে এদের চেহারা চরিত্র আমজনতার সামনে স্পষ্ট হয়েছে। নিজেদের নগ্নতা নিজেরাই প্রকাশ করেছেন। 'বিশিষ্টজন' বা 'বুদ্ধিজীবী'র খোলস সেটে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এঁরা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষমতার পিছনে ঘোরা আর সরকারের উচ্ছিষ্ট গ্রহণই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রয়োজন জার্সি বদল করতেও কখনও অনীহা প্রকাশ করেন না। এর চেয়ে নিকৃষ্ট আর নিন্দনীয় কাজ কী হতে পারে জানা নেই?

সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্তে দেশ -কাল-জাতি, ধর্ম-বর্ণ তথা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষের মানবিকতাবোধ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কোন পথে হাঁটছেন উভয় সম্প্রদায়ের কট্টর ও তথাকথিত উদারস্থী মানুষেরা? জীবনের সব ব্যাপারেই কি রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে? সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার ক্ষমতাটুকুও কি হারিয়ে ফেলছেন এঁরা? এত বড় সুখের সময় নয়। মানুষের চরমতম দুর্দিন বলা যায়। দলীয় রাজনীতি কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে গোটা সমাজকে? আজকের দুনিয়ায় অত্যন্ত প্রভাবশালী মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া একথা বলার অপেক্ষা রাখে ঝনা। তো সেই সামাজিক মাধ্যমও হিজাব নিয়ে বেশ উত্তাল। স্কুল-কলেজ হিজাবে পররসপক্ষে- বিপক্ষে অনেকেই নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছেন। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কেউ বা অন্যের শেখানো কথাগুলিই উগরে দিচ্ছেন সেখানে। কোথাও তীব্র নিন্দা-বিদ্বেষ, কোথাও সহমর্মিতা,কোথাও আবার যুক্তিবাদের ঢেউ উপছে পড়ছে ওই মন্তব্যগুলি মধ্যে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই ঢেউয়ের অনেকটাই কৃত্রিম এবং আরোপিত বা প্রক্ষিপ্ত ।

পৃথিবীর যে কোনও ধর্মের মানুষই হোন না কেন, আগে সে মানুষ, তারপর তার আরোপিত ধর্মীয় পরিচয় বা অনুশাসনের বাইরেও মানুষের সাধারণ বোধবুদ্ধি, বিবেক, বিচার, বিবেচনা থাকাটাই খুব স্বাভাবিক। যে বোধ বোধবৃদ্ধি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখায়। মানুষকে মানুষ হিসেবে বুঝতে শেখায়। মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে শেখায়। কিন্তু সেই স্বাভাবিক বোধবৃদ্ধি বিবেক-বিচার, বিবেচনারই আজ বড় অভাব দেখা দিয়েছে।

বিশেষ করে ধর্মের নামে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে কিছু কিছু মানুষ কেবল অবলীলায় তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি সহ মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকেও বিসর্জন দিতে মোটেই কুণ্ঠিত হন না। এখানেই আমাদের প্রশ্ন, এখানেই আমাদের বিস্ময়, এখানেই বিপন্নতা। এই প্রশ্ন, এই বিস্ময়, এই বিবেক দংশন, এই বিপন্নতা নিয়ে যে অনিবার্য জট-জটিলতার জন্ম, তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। বরং কেমন যেন এক অসহায়তার অনাকাঙ্ক্ষিত আবেশে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি।

শুধু ধর্মীয় অজুহাতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাহ্য করা যেমন উচিত নয়, ঠিক তেমনই সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে অবহেলা করাও ঠিক নয়। কোনও সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ হয়তো অন্য কোনও সম্প্রদায়ের উন্নতি চান না। যেহেতু তাদের পছন্দ করেন না, তাই তাদের স্বাভাবিক সমৃদ্ধিও চান না। সমাজে বা রাষ্ট্রে ব্রাত্য করে রাখতে চান অপছন্দের মানুষজনদের। এই বিপজ্জনক মানসিকতা মানুষেরা যখন অপ-রাজনতির সৌজন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তখনই কিন্তু বিপদের সূত্রপাত একথা বলাই বাহুল্য।

যে কোনও ধর্মীয় মৌলবাদই সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতাকে পিছিয়ে দেয়। মানুষের সার্বিক অকল্যাণ ডেকে আনে। পৃথিবীর ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষা নিই না। বরং সচেতনভাবেই ইতিহাস থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। আসলে অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে পারি না। তাই আমাদের এই অপ-প্রয়াস। সভ্যতার কোনও আলো আমাদেরকে এই প্রবণতা থেকে মুক্তি দেবে জানি না। কেন যে চিন্তাচেতনার ক্রমবিবর্তন ঘটে না আমাদের মধ্যে? আমরা কেবল পুরনো ধ্যান-ধারণার মধ্যেই ঘুরপাক খাই।

উল্লেখ্য, হিজাব-বিতর্ক নিয়ে কেবল কর্ণাটকেই নয়, প্রায় গোটা দেশই তোলপাড়। হিজাব পরা ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে পড়ে, নাকি পুরুষ তন্ত্রকে প্রাধান্য দিতেই এর উদ্ভব, তা নিয়েও জোর বিতর্ক চলছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে। বিষয়টি প্রমাণ কিংবা অ-প্রমাণের লক্ষ্যে কোরানের ব্যাখ্যাও দেওয়া হচ্ছে। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের ব্যাখ্যা মিলছে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদারপন্থীরা যেমন হিজারের চেয়ে পড়াশোনাকে গুরুত্ব দিতে উৎসাহী, অন্যদিকে অনুদারপন্থীরা হিজাব পরার ওপরই অধিক গুরুত্ব দিতে অতিশয় ব্যস্ত। শুধু হিন্দুত্ববাদী দল ভাজপা'র অন্ধ অনুগামীরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুদারপন্থীরাও প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রীদের হিজাব পরে যাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করছেন। স্কুল ইউনিফর্ম তথা ড্রেস কোড মেনে চলার পক্ষে জোরালো ওকালতিও করা হচ্ছে। আরও সহজভাবে বললে বলতে হয়, বিষয়টা হল, সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার কেউ -বা করতে না চায়? এক্ষেত্রেও হয়েছে ঠিক তেমনই। স্কুল-কলেজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের হিজাব পরার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।

কে কী পরবেন না পরবেন, কে কী খাবেন, না খাবেন, কে কোথায় ব্যবসা করবেন, না করবেন কে কাকে বিষে করবেন না করবেন, তা ঠিক করে দেওয়ার ইজেদারি কোনও সরকারের নয়। নয় অন্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত মাতব্বরদেরও। এসব একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয়। সুতরাং হিজাব বিতর্ক রাজনীতির মাটে টেনে আনার কোনও যুক্তি নেই। ব্যাপরটা স্কুল-কলেজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হত। হিজারের পাল্টা হিসেবে নামাবলি গায়ে দিয়ে স্কুল-কলেজে যাওয়াটাও অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যপার।

অথচ সমাজের 'প্রগতিশীল' মানুষের পাশাপাশি বাম রাজনীতির প্রবক্তগণও পিছিয়ে নেই। তারাও এগিয়ে এসেছেন হিজাব পরার পক্ষে প্রতিবাদী আন্দোলনে ইন্ধন জোগাতে। যারা কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে মোটেই বিশ্বাসী নন, ধর্মকে আফিং বলে আখ্যা দেন, সেই বামপন্থী দলের তাবড় তাবড় নেতারা হিজাবের সপক্ষে সওয়াল করে চলেছেন। আর এভাবেই ইন্ধন পাচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থীরা। তারা বিষয়টাকে অন্যদিকে ঘোরাতে তৎপর। যেখান থেকে অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল। সমাজের পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়কে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন কাজে কেউ নেই। শুধু তাদের সমস্যা নিয়ে রাজনৈতির ঘোট পাকানোর জন্য সবাই যেন উদগ্রীব। আধুনিক ভাবনায় ভাবিত করার লোকেরই আজ বড় অভাব। আগে পোশাক, নাকি আগে শিক্ষা, এই অনিবার্য প্রশ্নে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রীরা প্রথমটিকেই বেছে নেন তা আশঙ্কা জাগে আমাদের মনে। ধর্মীয় অনুশাসন কি আমরা গোটা সমাজকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করব? আর তাতে ইন্ধন জোগাবেন রাজনীতির কারবারিরা?

তবুও আশার আলো এই যে, সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিক উত্তর সম্পদকীয় নিবন্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক যথার্থই বলেছেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম পরলে ড্রেস কোডের মতো অনুশাসন মানলে স্বাধীনতা খর্ব হয় না। ক্ষতিও কিছু হয় না।' অথচ এই নির্ভেজাল সত্য কথনটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও বিশিষ্টজনের মুখে শুনতে পাওয়া যায় না। শুনতে পাওয়া যায় না আমাদের বুদ্ধিজীবী কিংবা প্রগতিশীল বান নেতাদের শ্রীমুখেও। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে শুধহি খেপিয়ে তোলার মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়।

'পশ্চাদপদ ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়েছ আসাতে মানুষকে অনুপ্রাণিত না করে সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকাটাই যে 'স্বাধীনতা' —এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরি করতে তারা ব্যস্ত', যথার্থ বলেছেন অধ্যাপক স্বপ্নেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর কথায় কান দিচ্ছে কে? সবাই আসলে 'ঘোলা জলে মাছ ধরতে' ব্যস্ত। সম্প্রদায় নির্বিশেষেই একথা সমান প্রযোদ্য। একই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা গেল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুনের কণ্ঠেও। কী সেই কথা? 'শিক্ষা জরুরি, পোশাক নয়'।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুজরাটের বিধায়ক মেভানিকে সর্বোচ্চ আইনি সাহায্য দেবে অসম কংগ্রেস, জানান ক্ষুব্ধ এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বরা

গুয়াহাটি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : গুজরাটের ভাদগাম বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলীয় বিধায়ক জিগনেশ মেভানিকে অসম পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এপিসিসি সভাপতি ভূপেনকুমার বরা।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সভাপতি ভূপেন বরা বলেন, 'বিগত ১২ দিনে ১৩টি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। অথচ এক ট্যুইটের দায়ে গুজরাটে গিয়ে সেখানকার বিধায়ককে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। অপরাধ দমনের নামে বাড়ির কাছে মানুষকে গুলি করে মারা হচ্ছে। সে সব ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না অসম পুলিশ।' এপিসিসি সভাপতি আরও বলেন, 'জিগনেশ মেভানি বরাবরই বিজেপির কঠোর সমালোচক। তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।' অসম পুলিশকে রাজনৈতিক নেতাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন ভূপেন বরা।

জিগনেশ মেভানিকে অসম পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা আরও বলেন, গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন সমাগত। ওই রাজ্যে জিগনেশ মেভানির বেশ প্রভাব আছে। তাই তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করে নানাভাবে হেনস্তা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। তবে তিনি কোনও ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করবেন না।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন আইনজীবী কোকরাঝাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। জিগনেশ মেভানিকে আইনি সাহায্য প্রদান করতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সর্বোচ্চ সাহায্য করবে। বরা বলেন, কংগ্রেসিরা কখনও ভয়ে জড়োসড়ো হন না। ভয় পেলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেত না। ভূপেন বরার হুমকি, অসম পুলিশের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আন্দোলন গড়ে তুলবে।

এদিকে গ্রেফতারের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিধায়ক জিগনেশ বলেছেন, 'একটি ট্যুইট করার অপরাধে নাকি আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ পুলিশ সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। তবে আমি কোনও মিথ্যা অভিযোগকে ভয় করি না। আমার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল বুধবার রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিটে গুজরাটের পালনপুর সার্কিট হাউস থেকে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলীয় বিধায়ক জিগনেশ মেভানিকে গ্রেফতার করেছে অসমের কোকরাঝাড় থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদী নাথুরাম গডসেকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করেন বলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক ট্যুইট করেছিলেন।

জানা গেছে, গত ১৮ এপ্রিল বিধায়ক মেভানি তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, "ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'গডসে'কে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন। তাই তিনি দেশের উদ্দেশে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করবেন না। ২০ এপ্রিল গুজরাট সফরে আগত প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন জানাচ্ছি, হিম্মতনগর, খাম্বাট এবং ভেরাভালের মতো সাম্প্রদায়িক হিংসাজর্জরিত এলাকাগুলিতে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে তিনি যেন জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।"

এই মন্তব্যের জন্য জনৈক অনুপ কুমার দে অসমের কোকরাঝাড় থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগানোর অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে কোকরাঝাড় থানায় বিধায়ক মেভানির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র), ১৫৩(এ) (দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা প্রচার করা), ২৯৫ (এ), ৫০৪, ৫০৬ এবং আইটি আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রুজুকৃত মামলার ভিত্তিতেই গতরাতে তাঁকে গুজরাটের বনাসকান্থা জেলার পালনপুর সার্কিট হাউস থেকে কোকরাঝাড় পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ বিধায়ক জিগনেশ মেভানিকে ট্রানজিট রিমান্ডে অসম পুলিশ গুয়াহাটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল। প্রসঙ্গত, জিগনেশ মেভানি একজন আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মীও। ২০১৭ সালে তিনি গুজরাটের ভাদগাম কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। একদা তিনি সাংবাদিকও ছিলেন। এছাড়া তিনি রাষ্ট্রীয় দলিত অধিকার মঞ্চের আহ্বায়কও।

সিভিল সার্ভিস জেলা আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তৈরির আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : জেলা আধিকারিকদের সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের সরকারি আধিকারীকদের সরকারি স্কিমগুলির মধ্যে যেকোন একটি নির্বাচন করে এবং সেটার জেলাগুলিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। সিভিল সার্ভিস দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২১ জন প্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও প্রদান করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পুরস্কার বিজয়ীরা কি সিভিল সার্ভিস সম্পর্কিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাদের গল্প শেয়ার করতে পারেন? এটি কেবল অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে না, তাদের কাছে এক এক্সপোজারও দেবে।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে পুরস্কৃত হওয়া আধিকারিকদের উচিত যে কোনো একটি সরকারি স্কিম নির্বাচন করা এবং তাদের জেলাগুলিতে এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।' মোদী বলেন, 'আমাদের সবসময় একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ থাকে। আপনি যখন সক্রিয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করেন, তখন আপনার জীবনেও নতুন কিছু খুঁজে পাবেন।' প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রথম জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবস পালন করা হয়।

ঢাকা কলেজে পড়ুয়াদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু আরও এক জখম বিক্রয়কর্মীর

ঢাকা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : রাজধানীতে ঢাকা কলেজের পড়ুয়াদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনার মৃত্যু হল আরও এক জখম বিক্রয়কর্মীর। স্থানীয় সময় অনুসারে বৃহস্পতিবার ভোর পৌঁনে পাঁচটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মুরসালিন (২৫)।এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল দুই। ঢাকা কলেজের কয়েকজন পড়ুয়া নিউ মার্কেট এলাকায় একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। এরপর খাবারের বিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। আচমকাই ওই হোটেলের কর্মীরা পড়ুয়াদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে খবর পৌঁছে যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ওই দিন রাতেই ক্যাম্পাস থেকে পড়ুয়ারা এসে দোকানের ওপর হামলা চালায়। দু পক্ষের মধ্যে কয়েকঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। তারা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। কিন্তু পরিস্থিতি তাতেও নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুলিশ গুলি চালায়। সংঘর্ষে ৪০ জন পড়ুয়া জখম হন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। নাহিদ নামে একজনের আগেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি ডি-লিংক নামে এক কুরিয়ার সংস্থার ডেলিভারি ম্যানের কাজ করতেন। এদিন মৃত্যু হল গুরুতর জখম এক বিক্রয়কর্মীর। নিউ সুপার মার্কেটে একটি রেডিমেড কাপড় তৈরির দোকানে তিনি কাজ করতেন। এই ঘটনায় গুরুতর জখম আরও দুই শিক্ষার্থীর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও আক্রান্ত হন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জাহাঙ্গীরপুরীতে পৌঁছল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে গতকালের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অজয় মাকেন সহ কংগ্রেস নেতাদের একটি দল দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে পৌঁছেছে। প্রতিনিধি দল দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানা গিয়েছে।

মাকেন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে জাহাঙ্গীরপুরীতে এসেছি। পুলিশ সহযোগিতা করেছে। আমরা এখানে জনগণকে বলতে এসেছি যে এটিকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়।' প্রতিনিধি দলের সদস্য কংগ্রেস নেতা ইমরান প্রতাপগড়ী বলেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পরে সোনিয়া গান্ধীর কাছে রিপোর্ট জমা দেব।'

প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক হরি শঙ্কর গুপ্ত বলেন, পুলিশের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। আমরা এখানে শান্তি বিঘ্নিত করতে চাই না, শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে দেখা করতে চাই।ইতিমধ্যে, তৃণমূল কংগ্রেসও শুক্রবার একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে জাহাঙ্গীরপুরীতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আটজন পুলিশ ও একজন সাধারণ নাগরিকসহ নয়জন আহত হয়েছেন।

জাহাঙ্গীরপুরীতে ভাঙচুর অভিযানের বিরুদ্ধে দু-সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা রাখার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উচ্ছেদ অভিযানে আরও দুই সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে বলে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এবং বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এবং অন্যদের জাহাঙ্গীরপুরীতে অভিযানের বিরুদ্ধে জমিয়ত উলামা-ই-হিন্দের আবেদনের জবাব দেওয়ার জন্য তাদের নোটিশ জারি করেছে। আরও দুই সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা রাখার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের।

এদিন আইনজীবী দুষ্যন্ত দাভে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন, সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশকে ধ্বংস করার অভিযানকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই সমস্যাটি জাহাঙ্গীরপুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি অনুমোদিত হলে আইনের শাসন অবশিষ্ট থাকবে না। কীভাবে একজন বিজেপি নেতা এই ধরনের দখল ভেঙে ফেলার বিষয়ে একটি চিঠি লিখতে পারেন এবং উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তা ভেঙে দিয়েছে বলেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অন্য একটি পিটিশনের পক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রবীন আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, এখানে সমস্যাটি হল মুসলিম সম্প্রদায়কে দখলের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। প্রসঙ্গত, বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জাহাঙ্গীরপুরীতে উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উচ্ছেদ অভিযানে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

পাথারকান্দিতে বাজেয়াপ্ত দশ লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি, আটক বলেরো মিনিট্রাক, গ্রেফতার দুই

পাথারকান্দি (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৮ বস্তা বার্মিজ সুপারি। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে সুপারি পাচারে ব্যবহৃত বলেরো ডিআই মিনিট্রাক এবং দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত কাঁঠালতলি গ্রামের জনৈক কামাল উদ্দিন এবং জাকির হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর সমরজিৎ বসুমতারি জানান, গতকাল রাত থেকে স্থানীয় মুণ্ডমালা সংলগ্ন অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের দল টহল দিচ্ছিল। আজ বৃহস্পতিবার কাকভোরে বাইপাস পয়েন্টে ত্রিপাল দিয়ে পণ্যসামগ্রী ঢাকা টিআর ০৫ সি ১৭৬৪ নম্বরের একটি বলেরো ডিআই মিনিট্রাকের গতিরোধ করে টহলদারী পুলিশের দল। মিনিট্রাকের ত্রিপাল সরিয়ে তালাশি চালিয়ে মোট ৪৮ বস্তা শুকনো বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি জানান, উদ্ধারকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে দশ লক্ষাধিক টাকা হবে।

তিনি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত ৪৮ বস্তা বার্মিজ সুপারিগুলির ওজন করা হচ্ছে। তাই এখনই ঠিক কত কেজি সুপারি তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেছেন সে সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারেননি। তবে বার্মিজ সুপারি পাচারের অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দুজনকেই নির্দিষ্ট আইনের উপযুক্ত ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে তাদের পেশ করা হবে, জানান ওসি ইনস্পেক্টর সমরজিৎ বসুমতারি।

নতুন মাইলফলকে পৌঁছল ভারত, দেশে ১৮৭.০৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৮৭.০৭-কোটির মাইলফলক অতিক্রম করল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৮৮ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮৭.০৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৭,০৭,০৮,১১১ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৪.৪৯-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টেস্টের সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৪,৪৯,১১৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৩,৩৩,৭৭,০৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৪৯,১১৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৩৮০ জন।

বাজার খুলতেই ঊর্ধ্বমুখী সূচক

মুম্বই, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবারের পর বৃহস্পতিবার বাজার খুলতেই সূচক অনেকটাই উপরে উঠল। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৪২৩.১৪ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭, ৪৬০ পয়েন্টে। সূচক বেড়েছে নিফটিরও। নিফটির সূচক ১১৭.২৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ১৭, ২৫৩ পয়েন্টে। মন্দা কাটিয়ে সূচকের এই বৃদ্ধিতে দালাল স্ট্রিটে খুশির হাওয়া। স্বস্তিতে বিনিয়োগাকারীরা। এদিন যে সব সংস্থার শেয়ার লাভের মুখ দেখেছে, তার মধ্যে রয়েছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এশিয়ান পেন্টস, বাজাজ ফাইনান্স, ড় রেড্ডিজ, এম অ্যান্ড এম। তবে নেসলে, টাটা স্টিল, এইচসিএল টেকনলজিস, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম ছিল নিম্নমুখী। বুধবার বাজার বন্ধের সময় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জর সূচক ৫৭৪.৩৫ পয়েন্ট বেড়ে থামে ৫৭,০৩৭.৫০ পয়েন্টে। বৃদ্ধির হার ১.০২ শতাংশ। অন্যদিকে, নিফটির সূচক ১৭৭.৯০ পয়েন্ট বেড়ে বন্ধ হয় ১৭, ১৩৩.৫৫ পয়েন্টে।

ধর্ষণ মামলার হুমকি, এনসিপি নেতার কাছ থেকে ৫ কোটি টাকার দাবি এক মহিলার

মুম্বই, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের সামাজিক ন্যায় বিভাগের মন্ত্রী তথা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা ধনঞ্জয় মুণ্ডে-র কাছ থেকে ৫ কোটি টাকার দাবি করলেন এক মহিলা। ওই মহিলা জানিয়েছে, তার দাবি পূরণ না হলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা পুনরায় চালু করার হুমকিও দিয়েছেন।মুম্বই পুলিশের মতে, ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-এক্সটর্শন সেল ওই মহিলার বিরুদ্ধে তোলাবাজির একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত মার্চের শুরুতে অভিযুক্ত মহিলা ওশিওয়ারা থানায় মুন্ডের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তবে পরে তিনি মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মামলা তুলে নেওয়ার পর টাকার জন্য এক মহিলা মুন্ডে কে ফোন করতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এবিষয়ে আরও তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ভারত সফরে এলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, আহমেদাবাদে জমকালো অভ্যর্থনা

আহমেদাবাদ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): ভারত সফরে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। বৃহস্পতিবার সকালে গুজরাটের আহমেদাবাদে এসে পৌঁছেছেন তিনি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হয়। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত ও মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিমানবন্দর থেকে একটি হোটেল পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার তাঁকে জমকালো স্বাগত জানানো হয়। গুজরাটি নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করা হয়। এই আপ্যায়নে উচ্ছ্বসিত দেখা

গিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। দু"দিনের ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ মন্ত্রী ও আমলাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের। ২২ এপ্রিল, শুক্রবার রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তিনি। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি। ২২ এপ্রিল তিনি লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন। বরিসের ভারত সফরের উদ্দেশ্য মূলত ভারতের সঙ্গে পাঁচ হাজার কোটি পাউন্ডের বাণিজ্যচুক্তি পাকা করা। বরিসের আসন্ন সফরের মূল লক্ষ্য হবে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু চুক্তি রূপায়িত করা। সেই সঙ্গে, আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো।

ধানবাদে পরিত্যক্ত খনিতে দুর্ঘটনা

ধানবাদ, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডে ফের খনি দুর্ঘটনা। ধানবাদের একটি পরিত্যক্ত খনির একাংশ ধসে আটকে পড়েছেন বহু শ্রমিক। অন্তত ৫০ জন খনির ভিতর আটকে পড়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিত্যক্ত ওই খনি থেকে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলনের সময় বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।আটকে পড়াদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ৬০ ফুটের একটি কাঁচা রোড ভেঙে পড়ে। ওই রাস্তার কাছের একটি কয়লা খনির লিজ নিয়েছে ভারত কুকিং কোল লিমিটেড। ধানবাদের ডেপুটি কমিশনারের দাবি, খনি দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারওর চাপা পড়ার খবর মেলেনি। কারও মৃত্যুও হয়নি। প্রসঙ্গত, পরিত্যক্ত খনিতে ধস নামার ঘটনা অহরহ ঘটছে ঝাড়খণ্ডে। গত ফেব্রুয়ারিতে ধানবাদেরই একটি কয়লা খনিতে ধস নেমে মৃতু হয় একাধিক শ্রমিকের। মৃতদের অধিকাংশ ছিলেন মহিলা। দুর্ঘটনার সময় সেখানে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলন করছিলেন তাঁরা। তারপরই ধস নামায় আটকে পড়েন বহু। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয় ৬ জনের দেহ।

বারামুল্লায় এনকাউন্টারে জখম ৩ জন জওয়ান-সহ ৪

শ্রীনগর, ২১ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছেন ৩ সেনা জওয়ান। গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন একজন সাধারণ নাগরিকও। তবে, কারও অবস্থা সঙ্কটজনক নয় বলেই জানা গিয়েছে। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডারও। নিহত জঙ্গির নাম-ইউসুফ কান্ত্রু। উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার কুঞ্জের কাছে মালওয়ান এলাকার ঘটনা। ওই এলাকায় আরও কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ভোররাতে কুঞ্জের কাছে মালওয়ান এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। তখনই ৩ জন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বিজয় কুমার জানিয়েছেন, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার ইউসুফ কান্ত্রু। সাধারণ নাগরিক ও সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল ইউসুফ।

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
(ভারত সরকার অধিগৃহীত)
Azadi Ka Amrit Mahotsav
কর্পোরেট অফিস : ৩য় তল, পিটিআই বিল্ডিং, ৪- পার্লামেন্ট স্ট্রিট, নতুন দিল্লী - ১১০০০১

এফ নং এনএইচআইডিসিএল /২(১০)/জিএম (আইটি) অ্যাণ্ড পিএস/২০২২/এইচ আর

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক সীমানার ক্ষেত্রগুলিতে জাতীয় সড়কের দ্রুতগতিতে নির্মাণ / আপ-গ্রেডেশন/প্রশস্থিকরণের জন্য সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রকের অধীনে কর্পোরেশন রূপে ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত। নিম্নলিখিতপদগুলোর জন্য ট্রান্সফার বা ডেপুটেশনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়/ রাজ্য/ইউটি সরকার, মন্ত্রক /দপ্তর, ইণ্ডিয়ান আর্মি / নেভি/এয়ার-ফোর্স, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (গ্রিফ), সেন্ট্রাল / স্টেট/ অটোনমাস সংস্থা, কেন্দ্রীয় / রাজ্য পাব্লিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং ইত্যাদিতে কর্মরত তৎপর, কার্যকর এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	পদসমূহের নাম	শূন্যপদের সংখ্যা*	সিডিএ প্যাটার্নে পে ম্যাট্রিক্স লেভেল
১	জেনারেল ম্যানেজার (আইটি) (এনএইচআইডিসিএল হেড কোয়ার্টারে)	০১	৭ম সিপিসির পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-১৩ (প্রি-রিভাইজড, পিবি-৪ টা: ৩৭,৪০০-৬৭,০০০/-) সাথে গ্রেড পে টা: ৮,৭০০/-)
২	প্রাইভেট সেক্রেটারি (এনএইচআই ডিসিএল হেডকোয়ার্টারে)	০৩	৭ম সিপিসির পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৯ (প্রি-রিভাইজড, পিবি-২ টা: ৯,৩০০-৩৪,৮০০/-) সাথে গ্রেড পে টা: ৫,৪০০/-)

* প্রয়োজন মোতাবেক শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে বা কমতে পারে।
পরবর্তীতে এনএইচআইডিসিএল-তে সূচিত এবং ভবিষ্যতের শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য প্রার্থী প্যানেল তৈরি করার অধিকার এনএইচআইডিসিএল-এর নিকট সংরক্ষিত।
আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট নিউজে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) সপ্তাহ। এমপ্লয়মেন্ট নিউজে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ পরবর্তীতে এনএইচআইডিসিএল ওয়েবসাইট www.nhidcl.comতে প্রকাশ করা হবে।
যোগ্যতার শর্তাবলি এবং বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তের জন্য দেখুন এনএইচআইডিসিএল ওয়েবসাইট www.nhidcl.com। আবেদনপত্র জমা করতে হবে অনলাইন পদ্ধতিতে যার লিঙ্ক দেওয়া আছে এনএইচআইডিসিএল ওয়েবসাইটে www.nhidcl.com। যে কোনও পরিস্থিতিতেই অন্য কোনও পদ্ধতি যথা : হাতযোগে বা ডাকযোগে বা ই-মেল মারফত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
দ্রষ্টব্য ১: প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণের (যথা : বয়স, চাকরিকাল ইত্যাদি) শেষ তারিখ ০১.০৪.২০২২।
দ্রষ্টব্য ২ : ট্রান্সফার বা ডেপুটেশনের ভিত্তিতে আবেদনপত্র জমাকারী প্রার্থীগণকে যথাযথ মাধ্যম মারফত আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। যদি তার আবেদনপত্র বিগত পাঁচ বর্ষের এসিআর/এপিএআর, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) এবং তার মূল সংস্থা থেকে ভিজিল্যান্স ক্লিয়ারেন্স (ভিসি) সহকারে যথাযথ মাধ্যম মারফত গ্রহণ করা হয় এবং যদি তিনি পদের জন্য শর্টলিস্ট হন তাহলে তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হতে হবে।
দ্রষ্টব্য ৩ : সরকারী অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ যারা যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করেছেন তারা চুক্তির ভিত্তিতে পদের জন্য আবেদন করতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখে প্রার্থীর বয়স ৬২ বছরের কম হতে হবে।
দ্রষ্টব্য ৪ : শূন্যপদ সংক্রান্ত যে কোনও পরিবর্তন বা সংশোধনী শুধুমাত্র এনএইচআইডিসিএল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।
দ্রষ্টব্য ৫ : অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বা নির্দিষ্ট তারিখের পর গৃহীত আবেদনপত্র কার্যত বাতিল করা হবে।

davp 37112/12/0002/2223
ডে. জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর)

পরিকাঠামো নির্মাণ, দেশ নির্মাণ

হরেকরকম

দাঁত ও মুখের যত্ন নেবেন কিভাবে

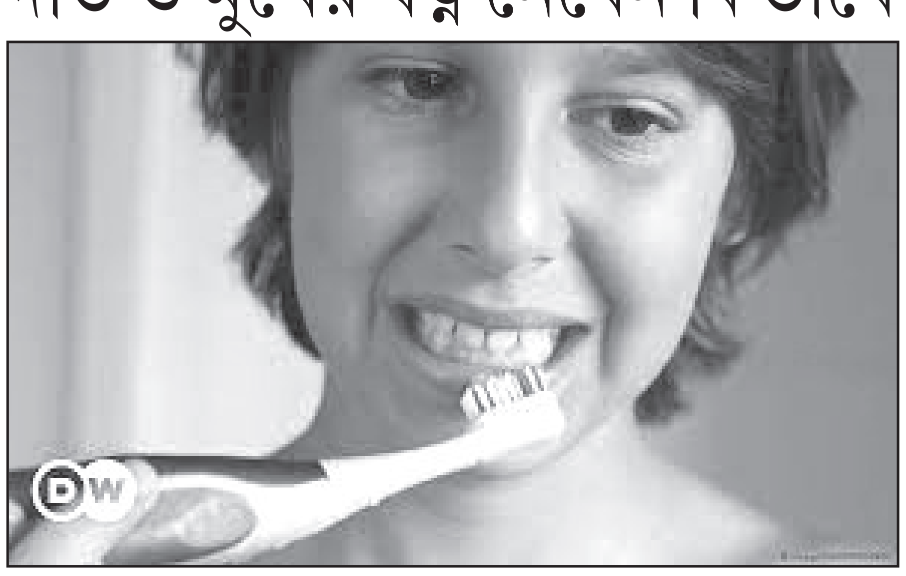

আপনজন ডেস্ক: রোজা অবস্থায় অনেকে দাঁত ও মুখের যত্ন এবং চিকিৎসার ব্যাপারে চিন্তায় থাকেন। রমজান মাসে দাঁত ও মাড়ির যথাযথ যত্ন নিতে পারেন কিনা, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে। অনেকে ভয় পান, দাঁত ও মুখের যত্ন নিতে গিয়ে রোজা ভেঙে না যায়। যদিও প্রয়োজনে দাঁতের চিকিতসাও নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে ডায়েবেটিক ও কার্ডিয়াক রোগীদের সারা বছর তো বটেই রোজার মাসে দাঁতের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। মুখগহ্বর হল দেহের প্রবেশপথ যার মধ্যে প্রায় ৭০০ প্রজাতির জীবাণু বসবাস করে। তাই এর যথাযথ যত্ন না নেওয়া হলে এসব জীবানুর দ্বারা দাঁত, মাড়ি ও মুখের ভেতরের অন্যান্য অংশে ইনফেকশনসহ নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। মুখের অভ্যন্তরের ন্যাচারাল ক্লিনজার হল স্যালাইভা বা লালা। রোজার মাসে যেহেতু একটা দীর্ঘ সময় জল ও খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা হয় সেজন্য লালা নিসৃত হয় কম। যার কারণে ''ড্রাই মাউথ'' বা মুখ গহবর তুলনামূলক ভাবে শুষ্ক থাকে এবং ন্যাচারাল ক্লিনজিং কমে যায়। তাই রোজার মাসে এ ব্যাপারে যত্নবান না হলে দাঁতের ক্ষয়রোগসহ মাড়ির ইনফেকশন ও ক্যান্ডিডিয়াসিস হওয়ার আশংকা থাকে। রমজান মাসে অবশ্যই দৈনিক দুবার ব্রাশ করা উচিত। ইফতার ও সেহরীর পর মানসম্মত টুথপেস্ট ও ব্রাশ দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে নিলে খাদ্যকণা গুলো দাঁতের উপরে ও দু'দাঁতের মাঝখানে জমে থাকতে পারেনা। রোজা রাখা অবস্থায় মাউথওয়াশ ব্যবহার না করাই ভাল। তবে ইফতারের পর থেকে সেহরি পর্যন্ত সময়টাতে এক বা দুবার মাউথওয়াশ ব্যবহার করে নিলে মুখের ভেতরটা পরিষ্কার থাকবে, দুর্গন্ধ হবেনা।

গরম পড়তেই ফেঁড়ার জ্বালাতঙ্ক ?

শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা যে কতখানি জরুরি তা কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে কোভিড। মুঠো মুঠো ওষুধ আর ভিটামিন খেলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। তাতে সাময়িক ভাবে সুবিধে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে রোগ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভীষণ ভাবে জরুরি। ভারতীয় মশলার গুরুত্ব যে কতখানি একথা সকলেই জানেন।

জিরে, তেল, হলুদ, নুন, ধনে ছাড়া যেমন রান্না হয় না তেমনই কিন্তু রোজকার খাবার থেকে এই সব মশলা বাদ দিলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর তাই কাউকে চটিয়ে সুস্থ থাকা যায় না। বরং সার্বিক ভাবে সুস্থ থাকতে অবশ্যই জোর দিন এই আর্য়ুবেদিক টোটকায়। এতে ওজন কমবে, শরীরের ক্ষেত্রেও উপকারী। তাই যদি অন্তত নিয়ম করে একমাস এই জল খেতে পারেন তাহলে একাধিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সেই সঙ্গে তফাতটাও আপনি নিজের চোখে দেখবেন।

গোলমরিচ কিন্তু রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভীষণ রকম উপকারী। শরীরের কোশগুলিকে বিভিন্ন ক্ষতিারক ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। শরীর ভিতর থেকে পরিষ্কার থাকে। ডিটক্সিফিকেশন ভাল করে হয়। যার ফলে শরীরের হরমোনগুলো ঠিক ভাবে কাজ করে। ঘাম নিঃসৃত হয়। অনেকেই প্রাশই ফেঁড়ার সমস্যায় ভোগেন। তাঁদের জন্য এই গোলমরিচ কিন্তু আদর্শ। এতে রক্তের শুদ্ধিকরণ

ডিটক্সিফিকেশন হবে, হজম হবে, ফেঁড়া, গোটা, অবলিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ- এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

সম্প্রতি পুষ্টিবিদ প্রিয়ংশি ভাটনগর তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন দারুণ এই টোটকা। সেই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে এটাও বলেছেন যে এই টোটকা মানতে পারলেই হবে একাধিক সমস্যার সমাধান। প্রিয়ংশির মতে রোজ সকালে ১২ টা গোলমরিচ গুঁড়ো করে গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান। এর মধ্যে রয়েছে একাধিক সক্রিয় যৌগ। আছে পিপারিন। যা কিন্তু আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ সহ-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগের হয়। গোলমরি, কাঁচাহলুদ আর আদা একসঙ্গে খেতে পারলেও একাধিক উপকার পেতে পারেন। আদা-গোলমরিচ দিয়ে চা বানিয়েও খেতে পারেন।

গরমে বাড়ে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা। শরীর তাড়াতাড়ি জলশূন্য হয়ে যায়। যে কারণে কিন্তু গোলমরিচ উপকারী। কারণ গোলমরিচের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে জল ধারণের ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে শরীরের এনার্জি যেমন বাড়ে তেমনই ত্বকের আর্দতাও কিন্তু বজায় থাকে। ওজন কমাতেও এই গোলমরিচের জল ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। আর এই জলে যদি সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন তাহলে আরও বেশি উপকার পাবেন।

সুস্থ থাকতে বিছানায় বসেই করুন এই ব্যায়ামগুলো

চিন্তার কিছু নেই। এই সমস্যারও বিকল্প পথ রয়েছে। সকালে উঠে আলস্য লাগলে বিছানায় বসেই চটজলদি করে নিতে পারেন কয়েকটি ব্যায়াম। চলুন জেনে নেয়া যাক সে ব্যায়ামগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত-

হিপ ব্রিজ ঃ- বিছানায় শুয়ে পায়ের সাহায্যে কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত তুলুন। হাত দু'টি শরীর স্পর্শ করে পাশে রাখুন। কোমরের মেদ কমাতে সাহায্য করে "হিপ ব্রিজ"।

রোল আপস ঃ- ঘুম থেকে উঠে অজান্তেই বিছানায় বসে অনেকে দু-হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার ভঙ্গিতে বসেন। এর পোশাকি নাম "রোল আপস"। কোমরের পেশি সচল রাখতে খুবই কার্যকর এই ব্যায়াম।

ক্রাঞ্চেস ঃ- পেটের অতিরিক্ত মেদ কমাতে ও সবল থাকতে এই ব্যায়াটি করতে পারেন। বিছানায় শুয়ে হাঁটুকে ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁকিয়ে হাত দু'টি মাথার নিচে রাখুন। মাথা ও ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকুন।

স্ট্রেচিং ঃ- দীর্ঘক্ষণ শুয়ে বা বসে থাকার ফলে পেশি স্বাভাবিক নমনীয়তা হারায়। পেশিকে সচল রাখতে হাত, পা মাঝেই মাঝেই প্রসারিত করা নেয়া জরুরি। অফিসে বসে কাজ করার ফাঁকে বা ঘুম থেকে উঠে নিজেকে সচল রাখতে "স্ট্রেচিং" খুবই উপকারী।

কোনো কিছুতে মনোযোগী হতে পাচ্ছেন না ?

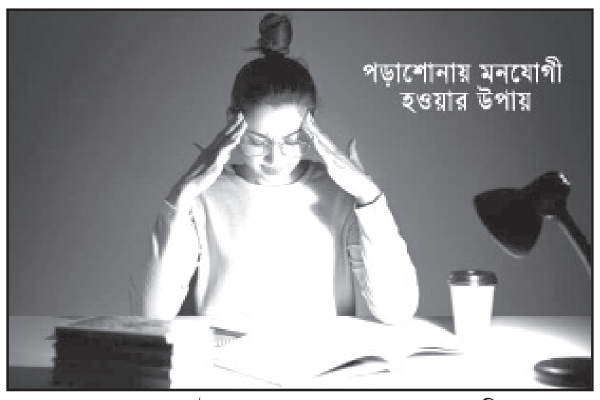

যেকোন কাজে সফলতা অর্জনের মূলমন্ত্র হল সেই কাজে পুরো মনোযোগী হওয়া। তাই আপনি যাই করেন না কেন সেই কাজ নিখুঁতভাবে করতে চাইলে সবার আগে আপনার সবটুকু মনোযোগ সেই কাজে দিতে হবে। কিন্তু এক কাজে অনেক সময় মনোযোগ ধরে রাখাটা অনেক সময়ই সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে পরে না। অনেকেই এটা পারে না।

কাজে মনোযোগী হওয়ার জন্য কিছু টিপস আছে যা আমি আপনাদের সাথে আজ শেয়ার করব।

যাতে আপনারা যেকোন কাজে মনোযোগ দিতে পারেন এবং কাজের মাঝখানে পথ হারিয়ে না যান কিংবা অন্য কোন চিন্তা আপনার মাথায় না ঢুকে যায়। আসুন তাহলে জেনে নেয়া যাক কী কী উপায়ে আপনি মনোযোগী হতে পারবেন।

(১) পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম হলে আপনি যেকোন কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন। ঘুম ভালো হলে যেকোন কিছু সম্পর্কে তথ্য মনে রাখাটা অনেক সহজ হয়। একদিনে অন্তত ৬ ঘন্টা ঘুম জরুরী একজন মানুষের ব্রেইন ঠিক করে কাজ করার জন্য। এতে ব্রেইন থাকে রিফ্রেশ এবং রিলেক্স আর এজন্য খুব সহজেই যেকোন কিছুতে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় যেটা আপনার জন্য অনেক বেশি জরুরী।

এদিকে পর্যাপ্ত পরিমানে ঘুম না হলে দেখা যায় সারাদিন অনেক বেশি ক্লান্ত লাগে আর যেটার প্রভাব অনেক বাজেভাবে পড়বে আপনার মনে। এবং আপনি আপনার কাজের কোন প্রেরণা পাবেন না।

(২) এ কথা কিন্তু সত্যি যে, শারীরিক কার্যকলাপের উপর আপনার ফোকাস করার ক্ষমতা অনেকটুকু নির্ভর করে। প্রতিদিন যদি আপনি এক্সারসাইজ করেন তবে তা আপনার ব্রেইনের জন্য ভালো। কারণ এটি আপনার ব্রেইনের রক্তচলাচলে সাহায্য করে। আর এর ফলাফলস্বরূপ আপনার ফোকাস করার ক্ষমতাটাও বাড়বে। বেশি না, প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট এক্সারসাইজ করুন তবেই আপনি ভালো ফলাফল পাবেন।

(৩) যেকোন কিছুতে বিরতি অনেক প্রয়োজন। কারণ অনেক সময়ই দেখা যায় একটা কাজ করতে যদি বেশি সময় লাগে তাতে আমাদের একঘেয়েমি চলে আসে। তাই বিরতির প্রয়োজন হয়। আপনার কাজটা যদি অনেক বেশি সময়ের হয় তবে মাঝে বিরতি নিন। বিরতির সময়টাতে হাটাহাটি করে আসুন, ডিপ-ব্রেথিং করুন অথবা যেকোন কিছু যা আপনার মনকে শান্তি দিবে।

আর বিরতি নিয়ে কাজ করলে দেখবেন আপনি কাজটা করার আগ্রহ ও পাচ্ছেন এবং কাজটা সুন্দর করে শেষ ও করতে পারছেন।

(৪) খাবারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কিছু খাবার আছে যা খেলে আপনার এনার্জি লেভেল বাড়াবে এবং যেকোন কিছুতে ফোকাস করতে সাহায্য করবে। তবে বেশি চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া ঠিক না। এটা অনেক সময়ই আপনার যেকোন কিছুতে মনোযোগী হতে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যেসব খাবার আপনার ব্রেইন এবং শরীরের জন্যে ভালো সেগুলো খান। যেমন ধরুন, ব্রকলি, ডিমের কুসুম, গ্রিন-টি, কাচা-হলুদ, বাদাম, সবজি, ওটস ইত্যাদি আরো কিছু খাবার আছে এইসব খাওয়ার চেষ্টা করুন।

(৫) যেকোন কিছু শেখার আরো একটি জিনিস যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রেরণা। কোন কাজ করার পূর্বে আপনাদের অবশ্যই সঠিক ধারণা থাকা দরকার যে কি কারণে কাজটা করছেন আর কাজটা করলে আমাদের কী কী বেনিফিট আছে। যদি এ জিনিসগুলো আপনার জানা থাকে তবে দেখবেন যে সেই কাজটা করার আগ্রহ অনেকটুকু বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং হয়ে উঠুন মনোযোগী আর জীবন করে তুলুন সফলতায় পরিপূর্ণ।

এই সাত খাবার দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চান ? তাহলে ফ্রিজ থেকে দূরে রাখুন

প্রথম এক-দু'দিন ফ্রিজে রাখা খাবার স্বাভাবিক মনে হলেও বদল ঘটতে থাকে কিছু দিন পর থেকে। খাবারের স্বাদ বদলে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে গুণমানও। সব খাবারের ক্ষেত্রে এমনটি না হলেও, কয়েকটি খাবার ফ্রিজে রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই চলুন জেনে নেয়া যাক কোন কোন খাবারগুলো ফ্রিজ না রাখলে দীর্ঘদিন ভালো থাকবে-

কলা ঃ-

কলা সব সময় ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা উচিত। ঘরের তাপমাত্রায় কলা কাঁচা থাকলেও তা পেকে যাবে। কোনো ক্ষয়ও হবে না।

পেঁয়াজ ঃ-

পেঁয়াজ কেটে ফ্রিজে রাখলে ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রা ও উচ্চ আর্দতায় পেঁয়াজে থাকা সব গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়। তাই পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখবেন না।

পাউরুটি ঃ-

বেশি দিন পাউরুটি ভালো রাখতে অনেকেই ফ্রিজে রেখে দেন। এতে পাউরুটি আরো বেশি করে শুকিয়ে যায়। এর গুণমানও চলে যায়। তাই পাউরুটি ফ্রিজে না রাখাই ভালো।

আলু ঃ-

ফ্রিজে না রেখে আলু সব সময় ঝুড়িতে করে খোলা জায়গায় রাখা উচিত। ফ্রিজের তাপমাত্রা আলুতে থাকা কার্বোহাইড্রেটকে নষ্ট করে দেয়। রান্না করার পর আলুর স্বাদ এতে বদলে যেতে পারে।

তরমুজ ঃ-

বাইরের গরম থেকে ফিরে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা তরমুজ খেলে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়। তরমুজ কেটে ফ্রিজে রাখা একে বারেই উচিত নয়। তরমুজের সব উপকারী গুণ এতে নষ্ট হয়ে যায়। ফল সব সময় টাটকা খাওয়া ভালো।

মধু ঃ-

দীর্ঘ দিন মধু সংরক্ষণ করতে অনেকেই তা ফ্রিজে রেখে দেন। মধুর স্বাদ ও গুণাগুণ এর ফলে নষ্ট হতে থাকে। তাই ফ্রিজে না রেখে বরং একটি অন্ধকার কোনও জায়গায় রাখতে পারেন। মধু অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে।

টমেটো

টমোটো খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। তাই অনেক দিন ভাল রাখতে টমেটো অনেকেই ফ্রিজে তুলে রাখেন। ফ্রিজে থাকা টমেটো তার সতেজতা হারায়। শুকিয়ে যায়। স্বাদও নষ্ট হয়। ফ্রিজে না রেখে বরং ভেজা কাপড়ে মুড়িয়ে রাখলেও অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে টমেটো।

নিজেকে "সেফ মার্ক" করুন এই সব খাবারের গুণ থেকে

একে গরমে রক্ষা নেই তার উপর ওমিক্রনের গেরো! দিনের পর দিন যে ভাবে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে তাতে কিন্তু দেখা দিচ্ছে একাধিক সমস্যা। ঘাম বেশি, ঘুম কম, খিদেমন্দা, গ্যাস-অম্বল-বমিলম্বা তালিকা। আপাতত আগামী ৫ দিন চলবে তাপপ্রবাহ, তেমনই ইঙ্গিত রয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে এমনিই একাধিক সমস্যা দেখা দেয় শরীরে। সেই সঙ্গে ওমিক্রনের সংক্রমণও কিন্তু এখনও পিছু ছাড়েনি। বর্তমানে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে ওমিক্রনের এই নতুন রিকম্বিন্যান্ট। আর তাই সাবধানে থাকা ছাড়া গতি নেই। সেই সঙ্গে রোজকার ডায়েটেও আনতে হবে বেশ কিছু পরিবর্তন। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গেলে খাবার আর ডায়েটের উপরস জোর দিতেই হবে। প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্লেটে পাঁচটি খাবার থাকা কিন্তু আবশ্যক। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই সব খাবার বিশেষ প্রয়োজন। এতে পুষ্টির ঘাটতি মেটে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত গরম, ক্লান্তি, অবসাদ, ডিহাইড্রেশন, বদহজম থেকেও কিন্তু রক্ষা করে এই কয়েকটি খাবার। পুষ্টিবিদ প্রাচী শাহ তাই দিলেন এই সব জরুরি পরামর্শ। এই সব খাবার শরীরের অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে নিয়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে। এছাড়াও শরীরের জন্য নিয়মিত ভাবে ডিটক্সিফিকেশন খুবই জরুরি। যে কারণে রোজ নিয়ম করে ৩ লিটার জল অবশ্যই খাবেন। সেই সঙ্গে আরও যা কিছু রাখবেন ডায়েটে-

প্রোবায়োটিকস- নিয়ম করে রোজ একবাটি করে টকদই খান। এছাড়াও গরমের দিনে বাটার মিল্ক বিশেষ উপকারী। আর তাই বাটারমিল্কও কিন্তু খেতে পারেন রোজ দুপুরে। খেতে পারেন বিভিন্ন তরকারিও।

আম- ফলের রাজা আম। আমের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ভিটামিন। আছে ভিটামিন এ, সি, কে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। গরমের দিনে আমের টক, টকডাল, আম দিয়ে মাছের টক এসব তো অবশ্যই খাবেন। সেই সঙ্গে কিন্তু খেতে পারেন পাকা আমও। এছাড়াও স্ট্রেস কমাতে ভীষণ উপকারী আম। ডায়াবিটিসের সমস্যায়ও খেতে পারেন আম।

তুলসীর বীজ- তুলসীর বীজ সবজা সিডস হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে খুবি কদর বেড়েছে এই বীজের। এই বীজের মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন। যা আমাদের হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শরীরে অনাক্রম্যতা রক্ষা করতেও ভূমিকা রয়েছে এই বীজের। হাড়ের স্বাস্থ্য, পেশির কার্যকারিতা বজায় রাখতেও ভূমিকা রয়েছে এই বীজের।

তরমুজ- তরমুজের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন এবং ফাইবার। যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই নিয়ম করে খান তরমুজ। চাইলে খেতে পারেন তরমুজের জুসও। তরমুজের মধ্যে থারে ফাইবার। এছাড়াও শরীরে রক্তকণিকা উতপাদনে ভূমিকা রয়েছে এই ফাইবারের।

শরীরচর্চার জন্য কতটা সময় উপযোগী

ব্যায়াম আমাদের শরীরকে ফিট রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু অনেকেই জানেন না কতটা সময় বা মাসে কতদিন ব্যায়াম করা যাবে। ব্যায়ামের জন্য আমাদের এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে। আর তা হচ্ছে- প্রতিদিন ৯০ মিনিটের বেশি ব্যায়াম মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। একেবারেই যারা শরীরচর্চা করেন না তাদের তুলনায় যারা প্রতিদিন তিন ঘণ্টার বেশি সময় সাইক্লিং, অ্যারোবিক্স বা জিম করেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি বেশি ঘটে, একটা গবেষণায় জানা গেছে এই তথ্য। দ্যা ল্যানসেট সাইক্রিয়াট্রিতে প্রকাশিত একটা গবেষণায় জানা গেছে, যে সকল মানুষ সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ দিন শরীরচর্চা করেন তাদের মানসিক অবস্থা, যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তাদের তুলনায় ভালো থাকে। যারা প্রতিদিন শরীরচর্চা করেন তাদের মধ্যে অবসেশন দেখা যায় যা খারাপ মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইউএসের ইয়েল ইউনিভার্সিটির সহঅধ্যাপক অ্যাডাম চেকউর্ড জানান, আগে মনে করা হত, যত বেশি শরীরচর্চা করা যাবে মানসিক স্বাস্থ্য তত ভালো থাকবে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে আসলে তা ঘটে না। তিনি আরও জানান, মাসে ২৩ বারের বেশি শরীরচর্চা করলে বা দিনে ৯০ মিনিটের বেশি শরীরচর্চা করলে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়ে। শরীরচর্চার ফলে হার্টের সমস্যা, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় কম থাকে। তাই নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করা প্রয়োজন।

তথাগত-দিলীপ লড়াই তুঙ্গে,অস্বস্তিতে বিজেপি

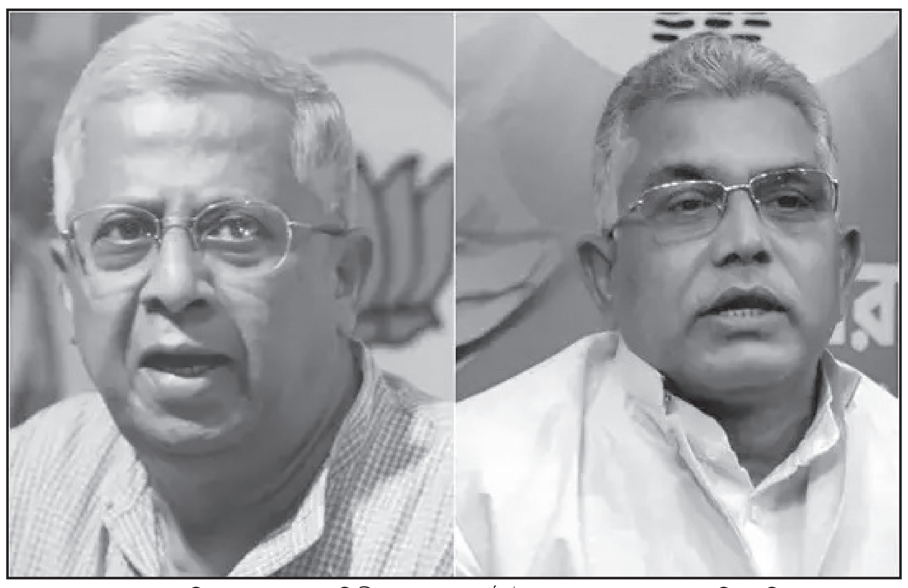

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির ঘরোয়া যুদ্ধ মিটছে না। একের পর এক নেতা রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যখন ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন তখন দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির মধ্যে লড়াই চলছে। এতে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব। দুই প্রবীন নেতার এই কাদা ছোঁড়াছুড়িতে কেউ অবশ্য প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাইছেন না।

টুইটারে তথাগত রায় যেমন সরব তেমনই সংবাদমাধ্যমে পাল্টা মন্তব্যে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন দিলীপ ঘোষ। সেই বাকযুদ্ধ নতুন মাত্রা পেল বৃহস্পতিবার। তথাগতবাবুর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে দিলীপবাবুর দাবি, সেই সময়ে দলীয় দফতরকে পানশালা বানানো হয়েছিল। অতীতে তথাগতবাবু পানাসক্ত বলে ঘনিষ্ঠ মহলে অনেক সময়েই সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে দিলীপবাবুকে। কিন্তু এই প্রথম প্রকাশ্যে সেই আক্রমণ করলেন। গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে তথাগতবাবু 'ফিটার মিস্ত্রি' বলে সম্বোধন করেছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "যাঁরা লোকের পায়ে ধরে চাকরি পেয়েছেন, যাঁরা বিজেপি পার্টি অফিসকে পানশালা বানিয়ে দিয়েছিলেন, জীবনে ফুর্তি ছাড়া কিছু করেননি, যাঁরা সিপিএম ও তৃণমূলের থেকে সব সুবিধা নিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিজেপি যাতে কোনও দিনই চার শতাংশের বেশি ভোট পায় না। সেই সব আহাম্মকদের কথা কে শোনে?"

বিজেপির এই দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির মধ্যে 'মধুর' সম্পর্কের কথা রাজনৈতিক মহলের কারও অজানা নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে দিলীপবাবু ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে আক্রমণ করতে শুরু করেন তথাগতবাবু। টুইটারে নানা মন্তব্য করেন দলের আরও দুই কেন্দ্রীয় নেতা শিবপ্রকাশ এবং অরবিন্দ মেনন প্রসঙ্গে। তথাগতবাবুর আক্রমণ চরমে পৌঁছলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথাগতবাবুকে সতর্কও করেন। উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেন স্বয়ং সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তাতে তথাগতবাবুর আক্রমণ কিছুদিন স্তিমিত হলেও গত কয়েকদিনে তা ফের শুরু হয়। এই পর্বে শুরুটা অবশ্য করেন তথাগতবাবু। গত সোমবার একটি টুইটে তিনি লেখেন 'কেডিএসএ (কৈলাস, দিলীপ, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ) টিম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জেতা গেম হারিয়ে দিয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে কামিনী-কাঞ্চন আকণ্ঠ উপভোগ করেছে। আমার জীবনে এ রকম রাজনৈতিক ভাবে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা আমি কখনও দেখিনি বা শুনিনি। এই কথাটা প্রকাশ্যে বলা প্রয়োজন ছিল। কারণ তা না হলে এরা যেরকম চালাচ্ছিল তাই চালিয়ে যেত।' আসানসোল ও বালিগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল নিয়েও একই ভাবে আক্রমণ করে তিনি লেখেন, 'উপনির্বাচনে বিজেপির যা ফল হল তা তো অপ্রত্যাশিত নয় ! শুধু শুধু দুটো মেয়েকে এই উৎকট গরমের মধ্যে ঘুরিয়ে অপমান করানো হল। বেবুন এবং ফিটার মিস্ত্রি যা মজা লুটবার তা তো লুটে নিয়েছে। বিজেপির শোচনীয় ফল সেটা মজা লোটারই পরিণাম। কর্মীদের মনোবল তলানিতে। পেট্রল-গ্যাসের দাম গৌণ কারণ।"

এর পরেই জবাব দেন দিলীপবাবু। তথাগতবাবু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং তৃণমূলের থেকেও সুবিধা নিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন। এর পরেই পাল্টা আক্রমণ শানান তথাগত। দিলীপকে 'ফিটার মিস্ত্রি' বলে কটাক্ষ করেন। মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে টুইটারে তথাগত লেখেন, 'যে ফিটার মিস্ত্রিটি ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে মিথ্যা এফিডেভিট করে নিজেকে ঝাড়গ্রাম পলিটেকনিকের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বলে লিখেছিলেন, এবং যা ওই পলিটেকনিক অস্বীকার করেছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। কারণ, মিথ্যা এফিডেভিট করা একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ।'বৃহস্পতিবার তারই জবাব দিলেন দিলীপবাবু। দলীয় দফতরকে পানশালা বানানোর অভিযোগ ছাড়াও তথাগতবাবুকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "বয়সের দোষ। ৭২ হয়ে গেলে মাথা কাজ করে না।"

গাড়ি চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার সরকারি কর্মচারী

হাইলাকান্দি (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : গাড়ি চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার হয়েছে এক সরকারি কর্মচারী। গতরাতে হাইলাকান্দি পুলিশ গ্রেফতার করেছে মুসতাক আহমেদ মজুমদার নামের এই সরকারি কর্মীকে। ধৃত মুসতাক হাইলাকান্দির জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (ডায়েট) কর্মী। একই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে হোজাই থেকে চুরি যাওয়া একটি বলেরো গাড়ি। ধৃত মুসতাক আহমেদকে তিনদিনের পুলিশি রিমান্ডে এনে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে জেলা পুলিশ।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি করে অন্য ব্যক্তির নামে গাড়ি ক্রয় করে এই গাড়ি আবার অন্যত্র বিক্রি করা। এখানেই শেষ নয়। তার পর ফের চুরি করে এনে বহিঃরাজ্যে পাচার। এ ধরনের এক বৃহৎ কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস হয়েছে হাইলাকান্দিতে। আর এ সব কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত একজন সরকারি কর্মী। যিনি এ সব গাড়ি চোরচক্রের মাস্টার মাইন্ড বলে পুলিশের ধারণা।

জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৯ মাস আগে হাইলাকান্দি শহর সংলগ্ন বোয়ালিপার গ্রামের বাসিন্দা দিলোয়ার হোসেন বড়ভুইয়াঁকে ব্যাঙ্ক ফাইনান্সে একটি বলোরো গাড়ি ক্রয় করার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে সবধরনের নথিপত্র সংগ্রহ করেছিল মুসতাক আহমেদ মজুমদার, মিন্নতোল্লা বড়ভুইয়াঁ ও মুন লস্কর নামের তিন ব্যক্তি। পরে তাদের লোন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিয়েছে বলে দিলোয়ার হোসেন বড়ভুইয়াঁকে অবগত করিয়েছিল এই তিন দালাল। কিন্তু মাত্র এক মাস পরই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে দিলোয়ার হোসেনের বাড়িতে তাঁর নামে ব্যাঙ্কের কিস্তির নোটিশ আসে। এতে তাঁর চোখ চরকগাছ। ব্যাঙ্ক কিস্তির নোটিশ আসতেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি যে বড়সড় চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন তা আর বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। সময় মোটেই না গড়িয়ে তিনি হাইলাকান্দি সদর থানায় এ সংক্রান্ত এক এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে সদর থানার পুলিশ।

এদিকে, এই চক্রটি দিলোয়ার হোসেন বড়ভুইয়াঁর নামে প্রথমে গুয়াহাটি থেকে বলেরো গাড়িটি ক্রয় করে পরবর্তীতে হোজাই জেলার কোনও ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে। এখানেই শেষ নয়। গত কয়দিন আগে হোজাই থেকে ফের এই গাড়িটি চুরি করে হাইলাকান্দি নিয়ে আসে ওই চক্রটি। উদ্দেশ্য ছিল, ফের অধিক মূল্যে প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরে নিয়ে গিয়ে গাড়িটি বিক্রয় করা। কিন্তু এর মধ্যে গতকাল রাতে হাইলাকান্দি জেলার বন্দুকমারা ফাঁড়ির পুলিশ গাড়ি সহ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় মুসতাক আহমদকে। তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর বেরিয়ে আসে এ সব তথ্য। ধৃত মুসতাক আহমেদ মজুমদার ওরফে জনি হাইলাকান্দি জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (ডায়েট) কর্মী। চাকরি ছাড়া তার মূল পেশা গাড়ি চুরি করে বিক্রি ও ছিনতাই করা। এর আগেও এই চক্রটি এ ধরনের বহু ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে তথ্য আছে পুলিশের কাছে। এদিকে, ধৃত মুসতাক আহমেদ মজুমদারকে পুলিশ আদালতে হাজির করে রিমান্ডে আনার আর্জি জানায়। এতে আদালত তাঁকে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। বন্দুকমারা পুলিশের এক কর্তা জানান, গাড়ি চোরচক্রটি গাড়ি নিয়ে কালাছড়া, শিলচর হয়ে মণিপুর নিয়ে যাওয়ার খবর তাঁরা গোপন সূত্রে জানতে পারেন। আর এতে তাঁরা পূর্ত সড়কে ওত পেতে বসেছিলেন। পরে কালাছড়া থেকে গাড়ি সহ মুসতাক আহমেদ মজুমদারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এটা বন্দুকমারা পুলিশের বড়সড় সাফল্য।

ওয়াদ্দেদারের বদলে জোয়ারদার ফের প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ভুলে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : ফের পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভুল' ধরিয়ে দিয়ে খোঁচা দিলেন শুভেন্দুবাবু।

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদবী ভুলে মমতা বলে বসেন 'জোয়ারদার'। মমতার বক্তব্যের সেই অংশের ভিডিয়ো টুইট করে এদিন শুভেন্দুবাবু টুইট করেন সম্মেলনে আগত শিল্পপতিদের। গৌতম আদানি, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএস গ্রুপ, সঞ্জীব মেহতার এইচইউএল, টাটা স্টিল, রিশদ প্রেমজি, সঞ্জীব পুরীর আইটিসি কর্পোরেশনকে যুক্ত করেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুবাবু অপর একটি টুইটে এরপর মমতাকে তোপ দেগে লেখেন, 'এটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক। তিনি ইচ্ছামত ঐতিহাসিক ঘটনা বিকৃত করে চলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর বক্তৃতায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, কীভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি ১৯৪১ সালে মারা গিয়েছেন) ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর অনশন ভাঙতে রাজি করিয়েছিলেন। তাই এখন জেনে নিন, যে অন্তত কার কাছে ইতিহাসের পাঠ নিতে যাবেন না।'

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে বুধবার গুজরাতের শিল্পপতি গৌতম আদানির বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ ছিল। পাশাপাশি তিনি বাংলার মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তুলে ধরতে নাম নিয়েছিলেন কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্ত, সুচেতা কৃপালনি, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডুদের। সেই রেশ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তৃতাতে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদবী ভুলে যান। ওয়াদ্দেদারের বদলে জোয়ারদার বলে ফেলেন তিনি। আর বাণিজ্য সম্মেলনের মত মঞ্চে মমতার এই ভুল রীতিমত বিষয় হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যমেও।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমরা বুলডোজ করতে চাই না, আমরা মানুষে মানুষে বিভেদ চাই না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : "আমরা বুলডোজ করতে চাই না। আমরা মানুষে মানুষে বিভেদ চাই না। আমি চাই সবাই এক সঙ্গে থাকুক।" দিল্লির জাহাঙ্গীরনগরের প্রসঙ্গ তুলে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজিবিএস-এর মঞ্চে দ্বিতীয় দিনের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে এই লগ্নি টানার উদ্যোগের কার্যকারিতা নিয়েই বারবার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। অথচ, বিগত বাণিজ্য সম্মেলনগুলি মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে বাংলায়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। যার সুফল আসা শুরু করে দিয়েছে। কিছু কিছু প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে।

মমতা জানিয়েছেন, ''শুধু বানতলায় চর্মশিল্পক্ষেত্রেই ১০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করছেন। সব মিলিয়েয়ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। মাইক্রসফট, ফ্লিপকার্টের মধ্যে সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করতে চাইছে।''বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশের জন্য শিল্পপতিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কোভিড যোদ্ধাদের। করোনাকালে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যেভাবে এই সম্মলন সফল করা সম্ভব হয়েছে, তাতে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এই সময় সম্মেলন করা জরুরি ছিল।

মমতা এদিন বলেন, ''অনেকে আমাকে বলেছিল, এখন শিল্প সম্মেলন করবেন না। এখন কারা বিনিয়োগ করবে? বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পদ্যোগীরা বিনিয়োগ করতে চাইবেন না। কিন্তু আমি বলেছিলাম চলুন না করে দেখি। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে।"

শিল্পদ্যোগীদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, "বাংলায় এখন স্থিতিশীলতা এসেছে। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। বিপর্যয় আসতেই পারে, কিন্তু তাতে উন্নয়ন আটকাবে না। বিপর্যয় আসে-যায়। উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এমন মহামারী আসতেই পারে। এরপর এলে আমরা লড়াই করব। বাংলা রাস্তা দেখিয়েছে। এবার বাকিরাও করবে। এটা শিল্পের উৎসব। আমরা ধর্মীয় উৎসব করি। এবার শিল্পের উৎসব পালন করছি।"

স্কুলে বদলি মামলায় সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : স্কুলে বদলি মামলায় সিআইডির ডিআইজি-কে তদন্ত করার দায়িত্ব দিল কলকাতা হাই কোর্ট। পাশাপাশি, 'উৎসশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে কী কী দুর্নীতি চলছে সেই বিষয়েও সিআইডিকে তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিআইডির ডিআইজিকে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও নির্দেশ, এই মামলায় সিআইডির ডিআইজিকে সাহায্য করবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের মনসুকার লক্ষ্মীনারায়ণ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক গণেশ রজত বদলির আবেদন করেছিলেন শিক্ষা দফতরের কাছে। গত এক বছরে তিনি পাঁচ বার বদলির আবেদন করেন।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের চালু করা 'উৎসশ্রী'তেও তিনি আবেদন করেন। কিন্তু প্রথম দফায় স্কুল তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। গণেশবাবুর অভিযোগ, এক জন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে এর পর তিনি স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য অসিত গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলেন। অসিত তাঁকে বদলি করিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু বিনিময়ে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দাবি করেন। সেই অভিযোগ নিয়েই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন গণেশ।

বুধবার এই মামলা হাই কোর্টে উঠলে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে একটি অডিয়ো ক্লিপ শোনানো হয়।

দাবি, ওই কথোপকথন গণেশ ও অসিতের। ওই ক্লিপে দু'টি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ফোনে হওয়া সেই কথোপকথন রেকর্ডে শোনা যাচ্ছে, এক জন বদলির জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দাবি করছেন। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'এর আগে যাঁরা বদলি নিয়েছেন তাঁরাও টাকা দিয়ে গিয়েছেন।' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, ওই অডিয়োর ব্যাপারে গণেশবাবু এবং অসিতবাবু দু'পক্ষকেই হলফনামা জমা দিতে হবে।

আইনজীবী সুদীপ ঘোষ চৌধুরী জানান, টাকা চাওয়ার এই কথোপকথন সংক্রান্ত অডিয়ো রেকর্ড খতিয়ে দেখে এর পিছনে কারা রয়েছে তার তদন্ত করবে সিআইডি। শুধু ওই স্কুলই নয়, চাকরিতে বদলির ক্ষেত্রে বৃহত্তর চক্র কাজ করছে কি না সিআইডির ডিআইজিকে তা-ও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিভিন্ন স্কুলে বদলি হয়ে যাওয়া শিক্ষকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে বলেও হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বসবেন প্রশান্ত কিশোর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেসে যোগদানের গুজবের মধ্যে ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোর শুক্রবার দলের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে সূত্রে জানিয়ে জানা গিয়েছে।

প্রশান্ত কিশোরের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোর কংগ্রেসে তার যোগদানের বিষয়ে আগামীকাল ২২ এপ্রিল কংগ্রেস দলের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিশোরের ৬০০টি স্লাইডের একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে কেউই সম্পূর্ণ উপস্থাপনা দেখেনি বলেও ওই সূত্র জানিয়েছে। তবে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার সময় রাহুল গান্ধী এবং দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ এপ্রিল প্রশান্ত কিশোর কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে তার বাসভবনে দেখা করেছিলেন। তিনি ১৬ এপ্রিলও সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের মূল্যায়ন করে কংগ্রেস ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।এর আগে, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল বলেছিলেন যে কিশোর ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য একটি রোড ম্যাপ সহ একটি বিশদ উপস্থাপনা দিয়েছেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কংগ্রেস দলে কিশোরের ভূমিকা এক সপ্তাহের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাজ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের হাসপাতাল, বাণিজ্য সম্মেলনে ঘোষণা ডাঃ দেবী শেঠির

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রতিস্থাপন কেন্দ্র তৈরির জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসক দেবী শেঠি জমি চেয়েছেন রাজ্যের কাছে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনে ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য হাসপাতালের থেকে এগিয়ে রাজ্য। কোভিড আবহেও হয়ে যাওয়া ব্যক্তির অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে মুমুর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে নজির তৈরি গড়েছেন চিকিৎসকেরা। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সেটাকেই তুলে ধরেছেন।

পাশাপাশি, রাজ্যের হেলথ কেয়ার ব্যবস্থারও উন্নয়নে বেশকিছু দিশা দেখিয়েছেন দেবী শেঠি। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন,"কলেজে পড়ে নার্স হওয়া যায় না। দরকার হয় হাতে কলমে রোগীকে পরিষেবা দেওয়া। তাই অন্তত রোগীকে সর্বক্ষণ পরিষেবা দেওয়ার মতো ব্যাপক সংখ্যক নার্স তৈরি করতে হবে রাজ্যে।" আর সেই জন্যই অন্তত ১ হাজার নার্সিং কলেজ তৈরির পরামর্শ দেন তিনি।

ডা. দেবী শেঠির কথায়, "ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকরা রয়েছেন। অসাধ্য সাধন করছেন। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতেই হবে, এরা সকলেই কিন্তু গরিব ঘরের সন্তান।" বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মঞ্চ থেকে তিনি জানান, রাজ্যে ১ হাজার, এমনকী দেড় হাজার শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে চিকিৎসক নেই। দেশে এখন কর্মরত চিকিৎসকের সংখ্যা এখন ১০ লক্ষ। এই সংখ্যাটাকে ঠিক কতটা বাড়াতে হবে, তা সময় বলবে বলেই মনে করছেন এই বিশিষ্ট চিকিৎসক।এদিন তাঁর প্রস্তাব, "আমার প্রস্তাব ছোট ছোট মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হোক।ডা. দেবী শেঠির কথায়, "একটা অভিযোগ আসে বেসরকারি হাসপাতালগুলি বেশি টাকা নেয়। আমার মনে হয়, এর কারণটা খুঁজে দেখার সময় এসেছে। ছোট ছোট মেডিক্যাল কলেজ যেখানে ১০০-১৫০ ছাত্র পড়াশোনা করতে পারবে, টাকাও কম লাগবে, তাহলে প্রচুর সংখ্যায় চিকিৎসক তৈরি হবে দেশে। অর্থাৎ আমাদের চিন্তাভাবনা বদল আনতে হবে।" তিনি মনে করিয়ে দেন, "বড় বড় চিকিৎসক এবং গবেষক নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকেই উঠে এসেছে। তাঁরা যদি চিকিৎসক হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে আগামিদিনে চিকিৎসকের ঘাটতিও অনেকটা কমে যাবে।" পাশাপাশি, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন দেবী শেঠি। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।

ফের বাড়ছে করোনা, পাঞ্জাবে মাস্ক বাধ্যতামূলক করল আপ সরকার

চণ্ডীগড়, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির পর এবার পঞ্জাবে মাস্ক বাধ্যতামূলক করল আপ সরকার। এক নির্দেশিকায় পঞ্জাব সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটরি অনুরাগ ভর্মা জানিয়েছেন, বাস-ট্রেন-ট্যাক্সি-বিমানে মাস্ক পরা আবার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। মাস্ক পরতে হবে সিনেমা হল, শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও। স্কুল, কলেজে, অফিসে এবং যে কোনও ইন্ডোর সভাতেও মাস্ক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

করোনার সংক্রমণ ফের বাড়তে থাকায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা চতুর্থ ঢেউয়ের আশঙ্কা করছেন। দিল্লির আপ সরকার ইতিমধ্যেই রাজধানীতে মাস্ক বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। মাস্ক না পরলে ৫০০ টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। পঞ্জাব সরকার এখনও জরিমানা ধার্য করার কথা বলেনি। তবে সরকারি সূত্রের খবর, তারাও অচিরে ওই পথেই হাঁটতে চলেছে।ইতিমধ্যেই দিল্লিতে বেশ কিছু স্কুলে পড়ুয়ারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। সেই কারণেই রাজধানীতে মাস্ক পরার ক্ষেত্রে আবারও কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। তবে স্কুল-কলেজে ক্লাস বন্ধ করার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বলে দিল্লির আপ সরকারের দাবি। বলা হয়েছে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্কের পাশাপাশি স্যানিটাইজেশন এবং দূরত্ববিধি মেনে চলতে হবে। অফিস কাছারিতেও একই ধরণের নিয়ম চালু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লি সরকারের পরামর্শেই পঞ্জাবের আপ সরকারও একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারই প্রথম ধাপ হল মাস্ক বাধ্যতামূলক করা।

পঞ্জাব সরকারের এক মুখপাত্র জানান, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে।

বারামুল্লায় এনকাউন্টারে নিকেশ লস্কর কমান্ডারসহ দুই সন্ত্রাসবাদী, জখম ৩ জন জওয়ান-সহ ৪

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার পারিসওয়ানি এলাকায় শুরু হওয়া এনকাউন্টারে লস্কর-ই-তৈয়বার দুই সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে বলে পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন।

আইজিপি আরও যোগ করে বলেন, অভিযান এখনও চলছে এবং আরও তিনজন সন্ত্রাসবাদী উপস্থিত থাকতে পারে। এনকাউন্টারে চার সেনা সদস্য এবং একজন সাধারণ নাগরিক সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তবে, কারও অবস্থা সঙ্কটজনক নয় বলেই জানা গিয়েছে। এই এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডারও। নিহত জঙ্গির নাম-ইউসুফ কান্ত্রু। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ভোররাতে কুঞ্জের কাছে মালওয়ান এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। তখনই ৩ জন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বিজয় কুমার জানিয়েছেন, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার ইউসুফ কান্ত্রু। সাধারণ নাগরিক ও সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল ইউসুফ।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা কমিটির সম্মেলন বৃহস্পতিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

গ্যাংস্টার আবু সালেমের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : গ্যাংস্টার আবু সালেমের মুক্তি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্র। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য আবু সালেম মামলায় কেন্দ্রের অবস্থান 'অপরিণত'।

বিচারপতি এসকে কৌল এবং এমএম সুন্দ্রেশের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রকে সাফ জানিয়ে দেয়, "বিচারব্যবস্থাকে জ্ঞান দেবেন না। যেটা আপনাদের ঠিক করার কথা, সেটা আমাদের ঠিক করতে বললে আমরা সেটা ভালভাবে নিই না।" বিচারপতি এসকে কৌল সাফ জানিয়ে দেন, "সুপ্রিম কোর্টের কী করা উচিত, সেটা স্বরাষ্ট্রসচিব বলতে পারেন না।"

১৯৯৩ মুম্বই হামলার এবং গুলশন কুমার হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুখ্যাত গ্যাংস্টার আবু সালেম। মুম্বই হামলার পর সে পর্তুগালে পালিয়ে যায়। ২০০5 সালে পর্তুগাল থেকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল তাকে। বিভিন্ন অভিযোগে আজীবন কারাবাসের সাজা পেয়েছে এই কুখ্যাত গ্যাংস্টার। কিন্তু সমস্যা হল পর্তুগালে সালেমের প্রত্যর্পণ মামলা চলাকালীন তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানী পর্তুগালের আদালতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, সালেমকে ২৫ বছরের বেশি জেলে রাখা হবে না বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। সেই ২৫ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০30 সালে।

সালেম অবশ্য আগে থেকেই আডবানীর সেই প্রতিশ্রুতিকে হাতিয়ার করে জেলমুক্তির আবেদন করেছে। এ বিষয়েই শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের মত জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শীর্ষ আদালতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। উলটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শীর্ষ আদালতে দেওয়া হলফনামায় জানিয়েছে, "এটা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক সময় নয়। সুপ্রিম কোর্ট চাইলে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।" এখানেই আপত্তি জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেভাবে হলফনামায় 'সুপ্রিম কোর্ট চাইলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে' বলেছে, সেটা আমরা পছন্দ করছি না।"

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশনে ইনসেনটিভ স্কিম-২০২২ চালু করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। সহজলভ্য সম্পদের উপর ভিত্তি করে রাজ্যে উদ্যোগ স্থাপনে উৎসাহ দিতে গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমএন্ট প্রোমোশন ইনসেনটিভ স্কিম ২০২২" চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প আগামী ৫ বছর অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০২২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ স্থাপনে বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করবে। ১ এপ্রিল, ২০২২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৭-এর মধ্যে বেসরকারি সমবায় ক্ষেত্র, স্বসহায়ক দল, যৌথ ক্ষেত্র এবং রাজ্য সরকারের অধীন স্থাপিত কোম্পানী এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা দেওয়ার জন্য যেসব অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রাবার, বাঁশ, কৃষি ও উদ্যান ফসল, গ্যাস, চা, আগর, তৈল, রাবার প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি এবং পর্যটন, স্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মত পরিষেবা ক্ষেত্র। 'ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ইনসেনটিভ স্কিম-২০২২" প্রকল্পে যেসব সুবিধা দেওয়া হবে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে মূলধনী বিনিয়োগের উপর ৪০ শতাংশ এবং অগ্রাধিকার বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ভর্তুকী দেওয়া হবে। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে এমএসএমই' গুলির জন্য ভর্তুকীর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১২৫ লক্ষ টাকা এবং বাকি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভর্তুকীর পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা। বড় উদ্যোগের ক্ষেত্রে জমি ও বিল্ডিং নির্মাণ বাবাদ মূলধনী বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা ভর্তুর্কী দেওয়া হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ একর জমির উপর গড়ে উঠা শিল্প উদ্যান/নগরী/লজিস্টিক হাব-এর মত পরিকাঠামো উন্নয়নে জমির মূল্য বাবদ দিয়ে মূলধনী বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হবে। তাছাড়া, এস পি এস টি বাবদ ১০০ শতাংশ ভর্তুকী দেওয়া হবে যদি তা অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ১২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয় এবং বাকি ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়। আগে এই ভর্তুকীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তেমনি সমস্ত যোগ্য শিল্প উদ্যোগগুলিকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং বাকি ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের উপর ভর্তুকী দেওয়া হবে। আগে এই ভর্তুকীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ও ১২ লক্ষ টাকা। তেমনি গৃহীত ঋণের সুদের উপরেও অগ্রাধিকার ক্ষেত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য ৫ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ হারে ভর্তুকী দেওয়া হবে। তবে তার সর্বোচ্চ সীমা হবে যথাক্রমে ১২ লক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা। এই ভর্তুকীর পরিমাণ আগে ছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৩ লক্ষ টাকা। রাজ্যের বাইরে থেকে আনুসাঙ্গিক কাঁচামাল পরিবহণে খরচের উপরও ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দেওয়া হবে। তাছাড়া, স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন ফি, প্রযুক্তি হস্তান্তর বাবদ ফি, কর্মসংস্থান খরচের ভর্তুকী ইত্যাদিতে এককালীন ১০০ শতাংশ ভর্তুকী, এমএসএমই" গুলির জন্য এককালীন ভর্তুকী, বিভিন্ন দরপত্রে বিশেষ ছাড়, মেলাও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে ভর্তুকী ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাবে এই প্রকল্পে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত সফরের প্রথম দিনে গান্ধীর সবরমতি আশ্রমে চরকা ঘোরালেন বরিস জনসন

আমেদাবাদ, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : ভারত সফরে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। বৃহস্পতিবার সফরের প্রথম দিনের শুরুতেই গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর সবরমতি আশ্রমে যান তিনি। সেখানে তিনি গান্ধীর ঐতিহাসিক সুতা কাটার চরকা ঘুরিয়ে সুতা কাটার প্রক্রিয়া জেনে নেন।এদিন সকালে বরিস জনসনকে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে স্বাগত জানান গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও গভর্নর আচার্য দেবব্রত। এরপর সেখান থেকে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে। জানা গেছে, সবরমতি আশ্রমের পক্ষ থেকে বরিসের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ উপহার। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম দু"টি বইয়ের মধ্যে একটি বই দেওয়া হবে বরিস জনসনকে, যে বইটি কখনো প্রকাশিতই হয়নি। বইটি মূলত তৎকালীন ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের কন্যা মেডেলেইন স্লেইনের বায়োগ্রাফি। যিনি গান্ধীজির সংস্পর্শে এসে মীরাবাঈ নাম নিয়েছিলেন। আজীবন গান্ধীজির শিষ্যা হিসেবেই সবরমতি আশ্রমে রয়ে যান তিনি। সফরের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার দিল্লিতে পৌঁছাবেন বরিস জনসন। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার বৈঠকের কথা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন কেন্দ্রীয় রেল, কয়লা ও খনিজ প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল ধনবি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে রাজ্যের কুটির শিল্পের তৈরি স্মারক উপহার প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সাক্ষাতকারকালে সাব্রুমে নির্মীয়মান রেল স্টেশন ইয়ার্ড, আগরতলা আখাউড়া রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি, রাজ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণ সহ রাজ্যে রেল পরিষেবার মানোন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং সহ রেলমন্ত্রকের অন্যান্য পদস্থ আধিকারকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে আজ সৌজনামূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বালা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে ত্রিপুরার কুটির শিল্পের তৈরি স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পুর্বোত্তরের

● প্রথম পাতার পর

থেকে প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন।

সবগুলি প্রকল্পের কাজই পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামীকালও এই বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে আগরতলা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত রেল চালানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে এবং রেলওয়ে বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, গতকালই তিনদিনের সফরে রাজ্যে আসেন রেল মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল ধনভি। আগামীকালও কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। তারমধ্যে আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল পরিষেবা সম্প্রসারণে অগ্রগতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন তিনি।

পালিত হচ্ছে গড়িয়া পূজা

● প্রথম পাতার পর

তৈরি করা হয় এ পূজার স্থান। এমন-কি মূর্তিও তৈরি হয় সরু সরু বাঁশ, হস্ত-তাঁতে তৈরি কাপড় ও জুমের চাল দিয়ে। পূজার পুরোহিতকে বলা হয় চন্তাই। সাধারণত প্রতিবছর বৈশাখ মাসের ৭ তারিখ হয় গড়িয়া পূজা। পূজায় মোরগ, হাঁস, কবুতর ও পাঁঠা বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে। আবার গরিয়া পূজায় প্রয়োজন হয় বাড়িতে তৈরি বিশুদ্ধ মদ ও হাঁস-মুরগির ডিম। মানুষের মঙ্গল কামনা করে এবং জুমে অধিক ফসল ফলনের প্রার্থনা করা হয় গড়িয়া দেবতার কাছে। গরিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার হিন্দু আদিবাসীরা এই পূজার আয়োজন করে আসছেন।

আগরতলার বিভিন্ন পাড়ার লোকজন, এমন-কি ক্লাবের উদ্যোগেও গড়িয়া পূজার আয়োজন করা হয়। আগরতলার সবচেয়ে বড় গড়িয়া পূজার আয়োজন করা হয় অভয়নগর পাকা সেতুর পাশে। এ উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী মেলাও চলে এখানে। পুজো উপলক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি পিঠেপুলি-সহ পরম্পরাগত খাবার তৈরির প্রচলন রয়েছে আদিবাসী সমাজের কাছে। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি বাড়িতে এই পূজার আয়োজন করা হয়।

বাবা গড়িয়া দেবতার পুজো কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা আরডি ব্লকের অধীনে নোয়াবাড়িতে। এই পুজো ত্রিপুরার জনজাতিদের হলেও এখন এটি সকল অংশের মানুষের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করে। সাতদিন ধরে চলে এই পুজো। বাবা গড়িয়া মানে দেবাদিদেব মহাদেব।

হাজারো বছর আগে ত্রিপুরায় জনজাতিদের মধ্যে যে ধর্ম ও সংসৃকতি চেতনার উন্মেষ হয়েছিল বর্তমানে আজও তা নিজস্ব মহিমায় বিরাজিত। কথিত আছে, মানুষের অভাব-অনটন, রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি পেতে যুগ যুগ ধরে গড়িয়া পুজো করে আসছেন ত্রিপুরার জনজাতিরা। গড়িয়া পুজো ত্রিপুরার জনজাতিদের লৌকিক দেবতার পুজো হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আজ তা সর্বজনীনতা লাভ করেছে। গড়িয়া পুজো এখন সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর। ত্রিপুরায় উনিশটি জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা সকলেই বিশ্বাস করেন, গড়িয়া দেবতা এমন এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা যাঁর কৃপাতেই মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। তার ইচ্ছাতেই দেশের সমৃদ্ধি ঘটে।

খুব জাঁকজমকভাবে ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পুজো পালন করে থাকেন। পুজোকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। ভোগে থাকে বিভিন্ন প্রকারের পিঠে। তাছাড়া পাঁঠা, হাঁস-মোরগ, পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই পূজায় হাঁসের ডিমও ব্যবহৃত হয়। ভোগেও মাংসের আয়োজন করা হয়। জনজাতিদের বিশ্বাস, গড়িয়া পুজোর সাতদিনের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা কোনও বিপদে পড়ে তা হলে গড়িয়া দেবতার মানত করলে সেই ব্যক্তি সুস্থ উঠবেন। এই পূজা অনেকটা শাক্ত মতে শিবের রাজসিক পূজা। জনজাতিরা এই পুজার পূজারীদের অচাই এবং প্রধান পূজারীকে চন্তাই বলে বিশেষ মর্যাদা দেন।

রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই আন্তরিক। তাই মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ, গড়িয়া পূজার সরকারি ছুটি দু'দিন করা, বড়মুড়া ও গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তনের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গতকাল রাতে বিলোনীয়ার তুইসামাস্থিত বাবা গড়িয়া মন্দির উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত গড়িয়া পূজা ও মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, পুলিশ সুপার ড় কুলবন্ত সিং প্রমুখ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শান্তি হচ্ছে উন্নয়নের প্রধান শর্ত। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ অক্ষুন্ন রয়েছে। এরফলে মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এতে আগামীদিনে রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ মসৃন হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের ক্যুইন আনারস, কাঠাল, লেবু, বাঁশের বোতল দেশের সীমানা পেড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে গেছে। এবছর এডিসিতে রেগায় রেকর্ড শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। রাজ্যে একলব্য স্কুলের সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ১৮ করা হয়েছে। দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্রু সমস্যার সমাধান হয়েছে এই সরকারের আমলেই। আগামীদিনে রাজ্যে ৪ লক্ষ সুবিধাভোগীকে সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তগুলির রাজ্যের মানুষ সার্বিক বিকাশে সরকারের অঙ্গীকারকে বিধিবদ্ধ করে। পরে সারা রাতব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

এ খবর জানিয়েছে। হায়দরাবাদের সংস্থা বায়োলজিক্যাল ই-র তৈরি কোরবেভ্যাক্স দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের প্রথম আরবিডি প্রোটিন সাবইউনিট প্রতিষেধক। প্রসঙ্গত এ বছর ১৬ মার্চ ১২ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের এই টিকা দেওয়া শুরু হয়। পাঁচ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী ভারত বায়োটেকের তৈরি টিকা কোভ্যাক্সিনের ছাড়পত্রের জন্য সরকার আরও তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে।

অপরাধীদের

● আটের পাতার পর

তার দুই ছেলেকে আক্রমণ করে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা দিপালী দেবনাথ আক্রমণের শিকার হয়। কাপড়চোপড় ছিড়ে দেওয়া হয় এবং তাকে অকথ্য ভাবে নির্যাতন করা হয়। এ বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন আক্রান্তের স্বামী রতন চন্দ্র দেবনাথ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিনিধিরা জানান এই বর্বরোচিত আক্রমণের বিচার হতে হবে। নারী জাতির উপর অত্যাচার এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। উদ্দয় নোয়াতিয়া জানান এই আক্রান্তপরিবারের পাশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থাকবে। এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে আগামী দিনে লড়াই করবে। শুক্রবার সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

আমতলীতে

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করেছে আমতলী থানার পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তাকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা চালাবে বলে জানানো হয়েছে। এই চক্রে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন আমতলীর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাস গুপ্ত। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা

● আটের পাতার পর

বলে জানান। বিশেষ করে চশমা বানর খুব ভালো লেগেছে। দেশের অন্য প্রান্তে সিপাহীজলার আদলে চিড়িয়াখানা স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে আহবান জানান তিনি। সবশেষে সিপাহীজলায় বেশ কয়েকটি বৃক্ষ রোপণ করেন কেন্দ্রীয় রেল ও কয়লা রাজ্যমন্ত্রী।

বৃদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

চালাতে থাকেন। ডুবুরীর মাধ্যমেও উদ্ধার কাজ চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। তবে নদীতে তেমন জল না থাকলেও কিভাবে তলিয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি তা নিয়ে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

জিবিপি হাসপাতালে প্রথম হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল প্রাথমিক অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে এই প্রথম হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল প্রাথমিক অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। রোগী এখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে। এই সফল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সম্পন্ন হওয়ায় রোগীর পরিবার পরিজনেরা আনন্দিত ও চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি বিশালগড়ের বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক বুকে ব্যাথা নিয়ে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন।

চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখতে পান উনি তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত ও উনার হৃদস্পন্দন ছিল প্রতি মিনিটে ১৪-১৫ এবং হৃদযন্ত্রে ব্লকেজও ছিল। ফলে জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্রুত উনার হৃদযন্ত্রে প্রাথমিক করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সহ একটি স্ট্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গত ২৮ মার্চ জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী দীর্ঘ দেড় ঘন্টা ধরে তার হৃদযন্ত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করেন। এই প্রক্রিয়ায় ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে ছিলেন অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ডাঃ সুরজিৎ পাল, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব ও অমৃত মুড়াসিং এবং ইকো টেকনিশিয়ান ছিলেন কিষাণ রায়। রোগীর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় গত ৬ এপ্রিল তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাটিল দেনভে। ছবি নিজস্ব।

প্রাঙ্গন

রাজ্য অনূর্ধ-১৪ শুরু কাল, উত্তর জেলার দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। উদ্বোধনী দিনে মাঠে নামবে উত্তর জেলা। প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে হবে ম্যাচটি। ২৩ এপ্রিল। রাজ্য অনূর্ধ-১৪ ক্রিকেটে। এছাড়া ২৪ এপ্রিল দক্ষিণ জেলা এবং ২৬ এপ্রিল পশ্চিম জেলার বিরুদ্ধে খেলবে উত্তর জেলা। আসরে ভালো ফলাফল করতে আর কে আই মাঠে জোড় কদনে চলছে প্রস্তুতি। কোচ বিকাশ ভট্টাচার্যর তত্বাবধানে। মহকুমার ক্রিকেটারদের নিয়ে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন হলেও গোটা দল নিয়ে অনুশীলন চলছে ৬ দিন ধরে। অনুশীলনে ক্রিকেটারেদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাটিং এবং বোলিং বিভাগেও জোর দেওয়া হয়। রাজ্য আসরে সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী কোচ। জেলা অনূর্ধ-১৪ আসর থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের বাছাই করা হয়। আজ ক্রিকেটাররা আসবে রাজধানীতে রাজ্য আসরে অংশ নিতে। উত্তর জেলার দল:অমন যাদব, জয় রুদ্র পাল, মাহাসাইন হুসেন,রাজন সিনহা, রেজাওল ইসলাম, সুব্রত দেব, শুভজ্যোতি সিনহা, ভার্গব দত্ত রায়, বাইথাং রিয়াং, জয়দীপ দত্ত, কার্তিক পাল, জ্যাক মালাকার, হাসান আলি, নয়নমনি ভট্টাচার্য, প্রদীপ পাল, অভয় চক্রবর্তী, হৃদম পাইন এবং বিশাল দেবনাথ। কোচ: বিকাশ ভট্টাচার্য, ম্যানেজার: পার্থ প্রতীম দেব।

স্কুল ক্রিকেটে নজরুল বিদ্যাভবন ও ভবনস ত্রিপুরার সেমিফাইনাল জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। দিনভর খেলা হয়নি। আউট ফিল্ড ভেজা থাকার কারণে ম্যাচ শুরু হতে দেরি হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল অনূর্ধ-১৭ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুদিনের সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ, বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির ১৩০ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে ৮ উইকেট। আগামীকাল সারাদিনে ৯০ ওভারের খেলা রয়েছে। ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের লক্ষ্য থাকবে আগামীকাল প্রথম ইনিংসে লিড নিতে প্রয়োজনীয় ১৩১ রান সংগ্রহ করে ফাইনালে খেলার টিকিট নিশ্চিত করা। অপরদিকে, বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের ছেলেরাও মুখিয়ে আছে লো স্কোরিং ম্যাচে লিড নিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিতে। বেলা ১১ টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। ৫০.১ ওভার খেলে নজরুল বিদ্যাভবন ১৫৪ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে প্রিয়াংশু পাল সর্বাধিক ২৭ রান পায়। সাগর বিশ্বাস ১৯ রান সংগ্রহ করে।

এছাড়া, অন্যরা তেমন ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। ভবানসত্রিপুর বিদ্যামন্দিরের প্রীতম দেব ২৭ রানের বিনিময়ে চারটি এবং সুমিত যাদব ১৮ রানে ৩টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, জয় দাস ও অয়ন রায় পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির ১৫ ওভার খেলার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে ২ উইকেটের বিনিময়ে ২৪ রান সংগ্রহ করেছে। আকাশ দাস (৪) ও সুমিত যাদব (৬) আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলেও আদিত্য দেব এবং আমন কুমার সিং দুজনেই ২ করে রান নিয়ে উইকেটে রয়েছে। নজরুল বিদ্যাভবনের সাহিল দীপঙ্কর দাস ও সাগর বিশ্বাস একটি করে উইকেট পেয়েছে।

তথাগত, দেবজিতের বিধ্বংসী বোলিং, ফাইনালে খেলা নিশ্চিত শিশুবিহারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। শিশু বিহার স্কুল ফাইনালে পৌঁছুলো। দুদিনের সেমিফাইনাল ম্যাচে এক দিনের খেলা হয়েছে। আরও ৯০ ওভারের একদিনের পুরো খেলা বাকি থাকলেও শিশু বিহার স্কুল ফাইনালে পুরোপুরি নিশ্চিত করে নিয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শিশু বিহারের দেবজিৎ সাহার বোলিং দাপটে নন্দননগর স্কুল দল নাস্তানাবুদ হয়েছে। মাত্র ২২ রানে নন্দননগর স্কুলের প্রথম ইনিংস শেষ করার পেছনে শিশু বিহারের তথাগত চক্রবর্তীরও দারুন ভূমিকা রয়েছে। প্রথম দিনে ৯০ ওভারের স্থলে প্রায় ৬০ ওভার খেলা হলেও শিশু বিহার স্কুল এই মুহূর্তে ২৬৩ রানে এগিয়ে রয়েছে। শিবিরে এখনও আরও পাঁচ উইকেট বর্তমান। সাড়ে বারোটা নাগাদ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে আজ, বৃহস্পতিবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নন্দন নগর স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সাতজন ব্যাটারসশূন্য রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলে নন্দননগর স্কুল যেন সেখানেই হেরে বসে। ১২.২ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ২২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তুহিন দেবনাথের ১১ রান বাদ দিলে অন্যদের কেউ একাধিক রানও করতে পারেনি। শিশু বিহার স্কুলের দেবজিৎ সাহা ৬ রানে ৬ টি এবং তথাগত চক্রবর্তী ১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে নন্দন নগর স্কুল দলকে হতাশ করে তোলে।

এছাড়া, জয়জিৎ সাহা পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শিশু বিহার স্কুল দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৯ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৫ রান সংগ্রহ করে থামে। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাসের অনবদ্য ১৪৭ রান এবং জয়জিৎ সাহার ৫৮ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সপ্তজিৎ ৮২ বল খেলে ১৭টি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪৭ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওপেনার শুভদীপ দাস ২৭ রান সংগ্রহ করে ভালোই সঙ্গ দিয়েছে। তথাগত চক্রবর্তী ২৬ রানে এবং ময়ুখ চৌধুরী ১ রানে উইকেটে রয়েছে। নন্দন নগর স্কুলের বিকি দেববর্মা ও সত্যজিৎ দেববর্মা একটি করে উইকেট পেয়েছে।

কেরালায় সিনিয়র মহিলা টি-২০, ওড়িশার কাছেও পরাজিত ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৮৫
ওড়িশা-৯১/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আবারও পরাজয়। এবারও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। ৩ ম্যাচ খেলে দুটিতে পরাজিত হয়ে মূলপর্বে যাওয়ার দৌড় থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লো ত্রিপুরা। অপরদিকে টানা ৩ ম্যাচে জয় পেয়ে গ্রুপের শীর্ষে ওড়িশা। তিরুবন্তপূরমে অনুষ্ঠিচ সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। কে সি এ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার ওড়িশা ৭ উইকেটে পরাজিত করে ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার গড়া মাত্র ৮৫ রানের জবাবে ওড়িশা ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। রাজ্যদলের ঝুমকি দেবনাথ এবং মামন রবিদাস ছাড়া কোনও ব্যাটসম্যানই রান পাননি। ফলে পরাজিত হতে হয়েছে ত্রিপুরাকে। তার উপর এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে কেনও ত্রিপুরা ব্যাট নিয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সকালে জোরে বোলাররা কিছুটা সুবিধে পেয়ে থাকে, তা সকলের জানা। তারপরও কেনও টসে জয়লাভ করে ব্যাট? সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে ত্রিপুরা। দিনের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে অম্বিকা দেবনাথকে হারিয়ে ত্রিপুরা খাদের কিনারায় চলে যায়। এর থেকে আর বের হতে পারেনি। দলের নামিদামি ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ত্রিপুরা বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়। ত্রিপুরা ১৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে সর্বসাকুল্যে মাত্র ৮৫ রান করে। ওপেনার ঝুমকি দেবনাথ ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, মামন রবি দাস ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং শিউলি চক্রবর্তী ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ওড়িশার বোলারদের সামনে ২২ গজে ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি। ওড়িশার পক্ষে রামেশ্বরী নায়েক (২/৮), সুশ্রী দিব্যাদর্শনী (২/১৭) এবং সুজতা মল্লিক (২/১৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ওড়িশা ১৯ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের দুই ওপেনার মাধুরি মেহেতো এবং কাজল জেনা ওপেনিং জুটিতে ৫২ রান যোগ করে দলের জয় নিশ্চিত করে দেয়। মাধুরি ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং কাজল ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করেন। ত্রিপুরার অধিনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস নিজের তৃতীয় এবং চতুর্থ ওভারে দুই ওপেনারকে তুলে নিয়ে কিছুটা চাপে ফেলে ওড়িশাকে। শেষ দিকে সারিতা মেহের দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন। সারিতা ২৪ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া ওড়িশার পক্ষে সুশ্রী দিব্যাদর্শনী ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস (২/১১) এবং প্রীয়াঙ্কা আচার্য (১/৬) উইকেট পেয়েছেন। আজ ত্রিপুরা আসরের চতুর্থ ম্যাচ খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে।

বিলোনিয়ায় ক্রিকেট : সুদীপের ভেলকিতে ওপিসিকে হারালো ইউনিটি ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। বুড়ো হাতের ভেলকি। ৪৯ বছর বয়সেও বল হাতে দাপট দেখালেন এক তরুণ যুবক সুদীপ নাথ। দুরন্ত বল করলেও তার দল জয় পেতে ব্যর্থ হয়েছে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র লিগ ক্রিকেটে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যাপীঠ মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে ইউনিটি ক্লাব ৪২ রানে পরাজিত করে ওল্ড পলে সেন্টারকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনিটি ক্লাব ২২৪ রান করে। ৪৯ বছরের তরতাজা তরুণ যুবক সুদীপ নাথের দুরন্ত বোলিংয়ে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়েছে ইউনিটি ক্লাব। সুদীপের আটোসাটো বোলিংয়ে একসময় চাপে পড়ে গিয়েছিলো ইউনিটি ক্লাব। দলের পক্ষে সৌরভ পাল ৫২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫, শুভম দাস ১৫ বল খেলে ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, কিষান মুড়াসিং ৩৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫,অভিজিৎ মৈত্র ১৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং অলকেন্দু ভৌমিক ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। ও পি সি-র পক্ষে সুদীপ নাথ (৫/৪১) এবং প্রদীপ দেবনাথ (২/১৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ও পি সি ১৮২ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে মনোজিৎ দাস ৪৭ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯, রতন ত্রিপুরা ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,শায়ন দাস ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং ভাস্কর নন্দী ১৯ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। ইউনিটি ক্লাবের পক্ষে কিষান পাল (৫/২১) এবং সৌরভ পাল (২/৪৩) সফল বোলার।

সন্দীপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, জয় অব্যহত রাখলো বি বি আই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ব্যাটে-বলে দাপট দেখালো সন্দীপ গুপ্ত। সন্দীপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় অব্যহত রাখলো গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন বি বি আই। বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো নর্থ পয়েন্ট স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার বি বি আই মাঠে হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বি বি আই ৩৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৪৭ রান করে। দলের হয়ে ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তুষার চৌধুরি ঝড়ো ব্যাটিং করে। তুষার ৪৯ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষেপিনাক কুমার দেব ৪৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫,সন্দীপ গুপ্ত ৬১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,প্রীয়াংশু রায় ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং রোহন বনিক ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৫২ রান। নর্থ পয়েন্ট স্কুলের মানব সিনহা (২/৩০), প্রকাশ জ্যোতি দাস (২/৫১) এবং অনস চক্রবর্তী (২/৫২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জীবন দেবনাথ (৩/১২) এবং সন্দীপ গুপ্ত-র (৩/২২) দুরন্ত বোলিংয়ে মাত্র ৯৩ রানে গুটিয়ে যায় নর্থ পয়েন্ট স্কুল। দল সর্বোচ্চ ২৬ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের পক্ষে অনস চক্রবর্তী ৪৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, দেবাশিষ পাল ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং অরিজিৎ পাল ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। বি বি আইয়ের পক্ষে সন্দীপ এবং জীবন ছাড়া প্রীয়াংশু রায় (২/৮) সফল বোলার।

বিলোনিয়ায় ক্লাব ক্রিকেটে জয়ী ইউথ স্কয়ার শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় ইউথ স্কয়ার দলের। বিলোনিয়াতে চলতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বৃহস্পতিবার নর্থ বিলোনিয়া মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। ইউথ স্কয়ার দল ৪ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো আমজাদ নগর দলকে। প্রথমে ব্যাট করে আমজাদ নগর দল ২২ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২৬ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে নারায়ণ ধর সর্বাধিক ৪৩ রান করে। এছাড়া রাজেশ মুহুরী ২৮, এমডি শামিম ১৩ রান করে। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ২৪ রানের ভরসা। বল হাতে ইউথ স্কয়ারের হয়ে টুটন সিং দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় অরিজিৎ দেবনাথ ও দীপ্তনু চক্রবর্তী। পাল্টা খেলতে নেমে ইউথ স্কয়ার দল ১৫.৫ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় রান হাসিল করে নিলো। ব্যাট হাতে বিজয়ী দলের হয়ে শিব শংকর এবং নিশান দেবনাথ ব্যক্তিগত ভাবে ২৯ রান করে। এছাড়া দীপ্তানু চক্রবর্তি অপরাজিত ১৮ এবং অমিত দাস অপরাজিত ১২ রান করে। সুবাদে ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয় হাসিল করে নিলো ইউথ স্কয়ার দল। বিজিত দলের হয়ে বিজয় ধর একাই ৩১ রানে ৫ টি উইকেট নিলে ও তা দলের পরাজয় রুখতে পারে নি।

চিত্র সাংবাদিক বাপন দাসের পিতা প্রয়াত : জে.আর.সি-র শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। রাজ্যের চিত্র সাংবাদিক, তথা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য বাপন দাস-এর পিতা বলাই লাল দাস আজ, বৃহস্পতিবার ভোর চারটায়, হাপানিয়াস্থিত নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। সকালে উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে ক্লাবের সম্পাদক অভিষেক দে, সহ সম্পাদক অনির্বাণ দেব, কার্যকরী সদস্য বিশ্বজিৎ দেবনাথ, দিব্যেন্দু দে, সদস্য সুব্রত দেবনাথ সহ অনেকেই উনার বাড়িতে গিয়ে উনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র সহ অনেক গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। জে.আর.সি-র পক্ষ থেকে এক শোক বার্তায় এ খবর জানানো হয়েছে।

সাংবাদিকদের বীমা প্রকল্প স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ধন্যবাদ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। রাজ্যের সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমা প্রদানে রাজ্য মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব। রাজ্যের সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সাংবাদিকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NQTICE INVITING e-TENDER NO: 01/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 06/05/2022 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 01/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23	Rs. 8,36,640.00	Rs. 16,733.00	180 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 02/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23	Rs. 7,50,600.00	Rs. 15,012.00	180 days	Rs. 1000.00
3	DNIe-T No: 03/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23	Rs. 7,05,600.00	Rs. 14,112.00	360 days	Rs. 1000.00
4	DNIe-T No: 04/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23	Rs. 7,50,600.00	Rs. 15,012.00	180 days	Rs. 1000.00

- Last date and time for document downloading and bidding: 06/05/2022 up to 15:00 hrs
- Time and date of opening of bid: 07/05/2022 at 16:00 hrs
- Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
- Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https:J/tripuratenders.gov.in

Note ; *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai tripura

ICA-C-221/22-23

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপি কার্য্যালয়ে সংখ্যালঘু নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জন বালার। ছবি নিজস্ব।

কৃষিমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করেও টাকা আদায়ের চেষ্টা, থানায় এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ এপ্রিল।। মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চেয়ে মন্ত্রীকে বদনাম করার অপচেষ্টা। আজ বৃহস্পতিবার ২১শে এপ্রিল রাজ্যের কৃষি পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় কে বদনাম করার জন্য একটি চক্র একটি ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চেয়ে বার্তা পাঠায়।
৮৩৬৮২৪৮১১৩ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থেকে পাঠানো বার্তায় জনৈক ব্যক্তি কে অ্যামাজন পে তে গিফট কার্ড এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে বলা হয়। ওই বার্তায় বলা হয় মন্ত্রী নাকি কোন মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। মন্ত্রী আজ ছুটির দিনে তাঁর সরকারি আবাসনে ছিলেন। দুপুর তিনটে নাগাদ ঘটনাটি মন্ত্রীর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটি থানাতে জানিয়ে অভিযোগ জানাতে বলেন। বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে অভিযোগ পত্র তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয় মন্ত্রী এ ধরনের কোন নাম্বার ব্যবহার করেন না। সমস্ত ব্যাপারটি ভুয়া এবং মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটি ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত।
তিনি এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করতে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেন। উল্লেখ্য এর আগেও রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর নামে এরকমই একাউন্ট খুলে তাঁদেরকেও কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা কমিটি এবং রাধাকিশোরপুর মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় রেল ও কয়লা রাজ্যমন্ত্রী রাওসাহেব পাটিল দেনভে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি সিপাহীজলায় পদার্পণ করেন। সেখানকার আধিকারিকেরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত পশুপাখি ঘুরে দেখেন। তিনি জানান সিপাহীজলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। এমন সুন্দর পরিবেশে চিড়িয়াখানা আগে কখনো দেখেননি। ভারতের বিভিন্ন পার্কে তিনি গিয়েছেন। কিন্তু সিপাহীজলার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই সুন্দর বলে জানান তিনি জানান। এখানকার আধিকারিকেরা এই প্রকৃতি এবং পশুপাখিদের রক্ষায় দারুণভাবে কাজ করছে। ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের পর্যটন বিকাশে আন্তরিক বলে তিনি জানান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা মনোরম পরিবেশে পশুপাখিদের সংরক্ষণ করা হয়েছে। সবগুলি পশু পাখি তাঁর ভালো লেগেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার টাকা ব্যাবস্থা করতে চুরি, হাতেনাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ এপ্রিল।। বিলোনিয়াতে নেশার বাড়বাড়ন্ত। নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই নেশা সামগ্রী কেনার জন্য এই চুরির কাণ্ডের ঘটনার সাথে লিপ্ত হয়ে পড়ছে বলে অনেকের অভিমত। বৃহস্পতিবার সকালে এমনই ঘটনার সাক্ষী হলো এলাকার জনগন। যদিও চোর স্বীকার করেছে যে,সে চুরি করেছে নেশা সামগ্রী কেনার জন্য। বৃহস্পতিবার সকালে সুব্রত সরকার নামে এক অভিযুক্ত চোরকে আটক করল এলাকাবাসীরা। এই সুব্রত সরকারের বাড়ি বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার পূর্ব পাড়াতে। নিজ এলাকাবাসীরা অতিষ্ঠ চুরি কান্ডের সাথে জড়িত সুব্রত সরকারের উপর।
এলাকাবাসীদের অভিযোগে সুব্রত সরকার নাকি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাড়ি থেকে দামি দামি জিনিসপত্র, রাবার, গবাদিপশু চুরি করে নিয়ে অন্যত্র জায়গায় বিক্রি করে দিচ্ছে। অবশেষে এলাকাবাসীরা মিলিত হয় আজ সকালে সুব্রত সরকার কে আটক করে বেঁধে রাখে রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি ইলেকট্রিক পোস্টের মধ্যে। উত্তম মাধ্যমও দেয় এলাকাবাসীরা।
এই উত্তম-মাধ্যম খেয়ে সুব্রত সরকার অবশেষে স্বীকার করে সে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন কিছু চুরি করে নেশা সামগ্রী কেনার জন্য অন্যত্র বিক্রি করে কম দামে। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে অভিযুক্ত সুব্রত সরকার কে নিয়ে যায় বিলোনিয়া থানায়।

অপরাধীদের শাস্তির দাবীতে থানায় ডেপুটেশন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ এপ্রিল।। সোনামুড়ার কুলুবাড়ি গ্রামের দিপালী দেবনাথ এবং তার দুই ছেলের উপর আক্রমণকারীদের শাস্তির দাবিতে সোনামুড়া থানায় ডেপুটেশন দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বৃহস্পতিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহ-সভাপতি উদয় নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সোনামুড়া থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহ-সভাপতি উদয় নোয়াতিয়া জানান গত ১৭ এপ্রিল কুলুবাড়ি গ্রামের দিপালী দেবনাথ নামে এক মহিলাকে বর্বরোচিতভাবে আক্রমণ করে মামন মিয়া, মমিন মিয়া, খোরশেদ আলম,আকিব মিয়া, হালিম মিয়া। প্রথমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী উদ্ধারে সাফল্য পুলিশের, আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আবারো নেশা সামগ্রী উদ্ধারে সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। আজ বিশালগড় লালসিং মুড়া স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে হানা দেয় পুলিশের দল। দোকান মালিক সমীর দেবনাথের মোবাইল দোকানে প্রথমে হানা দেয় পুলিশ। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে দোকান মালিক সমীর দেবনাথের বাড়ীতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। সমীর দেবনাথের বাড়ির পাশের জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে গাজা, ব্রাউন সুগার সহ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়াও একই এলাকায় অবস্থিত সমীর দেবনাথের শ্যালক বাসু দেবনাথের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। সেখানেও সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। বাসু দেবনাথের ঘর থেকে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।
এছাড়াও পুলিশের কাছে আরও খবর ছিল নারায়ন দেবনাথ নামে অপর এক ব্যক্তি ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকেও আটক করে নিয়ে আসা হয় থানায়। ঘটনায় মোট তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। তাদের কাছ থেকে এই চক্রের মাস্টারমাইন্ডদের হদিশ মিলতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশ আধিকারিক।

ডিওয়াইএফআই'র বিলোনীয়া বিভাগীয় সম্মেলন উপলক্ষে শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ এপ্রিল।। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের ডাকে বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে৪/৫ ই মে যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে জনসাধারণের আশু দাবি নিয়ে এক মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলটি ব্যাংক রোড ধরে এক নং টিলা হয়ে দক্ষিণ বিলোনিয়া স্কুলের সামনে থেকে পুনরায় একনং টিলা এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয়।
সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব বলেন দল মত নির্বিশেষে সকল অংশের বেকারের কাজের দাবিতে আমাদের মিছিল। আমরা ত জানি বামপন্থীরা আমরা জেনে বুঝে বামপন্থী করছি, আমরা আক্রান্ত হব,আমাদের রক্ত ঝরবে। আমাদের অফিস ভাঙ্গবে,এটা জেনে বুঝে বামপন্থী করি এটা জেনে বুঝে মিছিল করি। বিজেপি আমাদের এখানে স্থায়ী শক্তি নয়। যারা রক্ত দানের মত কর্মসূচিতে বাধা দেয়,তাদের থেকে টাউন হল পারমিশনের আশা আমি করিনা। বিজেপি টাউন হলে তালা দিয়ে দিল এতে করে আমাদের মিছিল টি শহরটা ঘুরলো। আমাদের বক্তব্য টাউন হলের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ শুনত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য শহরের জনগনের সামনে তুলে ধরতে পারলাম এবং আমাদেরকে রাস্তায় থাকার সুযোগ করে দিল।
এদিনের সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের উপ দলীয় নেতা বাদল চৌধুরী ওনার সংক্ষিপ্ত ভাষনে বলেন গনতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য বামপন্থীরা প্রথম থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সভা শেষে ছাত্র যুব ভবনের সামনে প্রদীপ চক্রবর্তী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে করুনা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ আমাদের এই লক্ষ্য কে সামনে রেখে জাতি উপজাতি মৈত্রী সুদৃঢ় করা গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম তেজী কর এ শ্লোগান কে সামনে রেখে মদন দাস নগর রাকেশ ধর মঞ্চে শুরু হয় ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পনের তম বিভাগীয় সম্মেলন।

মেশিনে হাত ঢুকে গুরুতর আহত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। মেশিনে হাত ঢুকে গুরুতর আহত হয়েছে এক নাবালক। ঘটনা উদয়পুর জামজুড়ি এলাকায়। এলাকার একটি রডের দোকানে এক নাবালক শ্রমিক হিসেবে কাজ করত বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার দোকানে কাজ করার সময় হঠাৎই মেশিনে তার হাত ঢুকে যায়। তাতে গুরুতর আহত হয় ওই নাবালক। তড়িঘড়ি অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অসাবধানতার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে নাবালককে দিয়ে দোকানে কাজ করানোর বিষয়কে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কল্যাণপুরে চুরির ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। দুঃসাহসিক কায়দায় চুরি সংঘটিত হলো কল্যাণপুরে। চোরের দল কল্যাণপুর রামঠাকুর পারাস্থিত সরঞ্জয় স্কুলের নিকটের বিপুল দাস নামের জনৈক ব্যবসায়ীর ঘরের টিন কেটে ফ্রিজ সহ নানা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। এতো বড় ফ্রিজ কি করে নিশিকুটুম্বের দল নিয়ে গেলো তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সাত সকালে দোকানের এই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যান দোকান মালিক বিপুল দাস। তিনি খবর দেন কল্যাণপুর থানায়। থানার অফিসার প্রীতম চাকমা এসে সব প্রত্যক্ষ করেন। একটি মামলা ও হয়। এমনিতেই কল্যাণপুরে চুরি ভয়ানক ভাবে বাড়ছে। কিছুদিন পূর্বে কল্যাণপুর নব নির্মিত হাসপাতালের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি যায় বহু লক্ষ টাকার। এই চুরির ও কোন কিনারা হয়নি। বিপুল দাসের দোকানের চুরির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দাবি হলো অবিলম্বে চোরকে সনাক্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

বৈদিশিক সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতিই দেশের ঐক্যের বাঁধনকে অটুট করে রেখেছে। সংস্কৃতি আমাদের মানবতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। বৈদিশিক সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিবেশি দেশগুলির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বহু প্রাচীন। গতকাল রাতে বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে সৃজন ড্যান্স অ্যাকাডেমির পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি কর্মসূচিতে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং, সৃজন ড্যান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার রাহুল মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে।
এজন্য রাজ্যে গড়া হয়েছে ললিতকলা অ্যাকাডেমি। আগামীদিনে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট, কালচারাল হাব ইত্যাদি গড়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারায় যুক্ত করার জন্য প্রয়াস নিয়েছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে কিছুদিন পূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রিত করে তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটে সম্মানিত করেছেন। যেকোন জাতির সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে ঐ জাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো প্রাচীনকাল থেকেই দুর্বল দেশগুলোর সংস্কৃতির শিকড়কে প্রথম থেকেই দুর্বল করতে সচেষ্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য মহিলাদের স্বশক্তিকরণে জোড় দেওয়া হয়েছে। এরফলে সমাজের মধ্যে গড়ে উঠবে ইতিবাচক মানসিকতা। এগিয়ে যাবে রাজ্য। অনুষ্ঠান উপলক্ষে এদিন ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন।

লেফুঙ্গায় মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা ২৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেফুঙ্গা থানাধীন মাইকর বাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাটির নিচ থেকে পাঁচ ড্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ির মালিকের নাম ঊষারাণী দেববর্মা।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, লেফুঙ্গা থানার পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে মাইকর বাড়ি এলাকার ঊষারাণী দেববর্মার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা প্লাস্টিকের ড্রামে করে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড় কমলবিকাশ মজুমদারের নেতৃত্বে থানার পুলিশ মাইকোর বাড়ি এলাকায় ঊষারাণী দেববর্মার বাড়িতে বৃহস্পতিবার ভোররাতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে মাটি খুঁড়ে পাঁচটি গ্রামে মজুত রাখা প্রায় ২৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার করা গাজার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, পুলিশ ভোর রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির মালিক সহ অন্যান্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা গাঁজা গুলি পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে লেফুঙ্গা থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লেফুঙ্গা থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে এবছর প্রচুর পরিমাণে গাঁজার চাষ হয়েছে। ওইসব গাজা বাজারজাত করার জন্য অনেকেই বাড়িতে মজুত রেখেছেন। ওইসব মজুদ গাঁজা উদ্ধার করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর কমল মজুমদার জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

ত্রিপুরা সরকার

Azadi Ka Amrit Mahotsav

শ্রী বিপ্লব কুমার দেব
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা
মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন- ২০২২

প্রতি বছর ২৪শে এপ্রিল সারা দেশে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস পালিত হয়। এই বছরও জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস ২৪শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটিতে পালিত হবে। চিহ্নিত ৯ (নয়টি) সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এস. ডি. জি) বা লক্ষ্যের মধ্যে ৩ (তিনটি) লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিগুলি তাদের 'সংকল্প' হিসাবে গ্রহণ করবে এবং লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য গ্রামসভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৯টি লক্ষ্য এইরূপঃ

১) দারিদ্রমুক্ত এবং উন্নত জীবিকা সমৃদ্ধ গ্রাম	৪) শিশু বান্ধব গ্রাম	৭) সামাজিক ভাবে সুরক্ষিত গ্রাম
২) সুস্থ গ্রাম	৫) জল পর্যাপ্ত গ্রাম	৪) সুশাসন সহ গ্রাম
৩) পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গ্রাম	৬) স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো সমৃদ্ধ গ্রাম	৯) নারী উন্নয়ন অভিমুখী গ্রাম পঞ্চায়েত

এই বছরের জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার পাল্লী গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং সেই অনুষ্ঠানে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখবেন। সেই অনুষ্ঠান প্রতিটি গ্রাম সভায় সরাসরি সম্প্রচারিত করা হবে।

আপনি, আপনার গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটির গ্রাম সভায় উপস্থিত থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী গ্রাম গড়ে তুলুন।

পঞ্চায়েত দপ্তর : ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-140/2022-23

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।